



আলিপুর বার্তা

৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

সারা বাংলা জুড়ে

মৃত্যু যাদের রহস্যে ঘেরা

৫ এর পাতায়

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা, ২৯ শ্রাবণ – ০৩ ভাদ্র, ১৪৩৩ : ১৫ আগষ্ট – ২১ আগষ্ট, ২০২৬

Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 42, 15 August - 21 August 2026

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট হসপিটাল আন্ড অব প্রাইভেট হসপিটাল আন্ড

নার্সিংহোম-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন চিকিৎসালয়ের দূষণমান স্থানে চিকিৎসার রেট চার্জ এবং চালু ও বন্ধ পরিষেবার তালিকা টাঙিয়ে রাখতেই হবে।

রবিবার: সব বিদ্রোহী কাটিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক পরিকল্পনা



দিল সাধারণ মানুষের জন্য ইউপিএ লেনদেনে কোনো বাড়তি খরচ লাগবে না। বিপণিত টাকা মেটাতেও ইউপিআই ব্যবহারে দিতে হবে না। মাশুল। সাইবার সুরক্ষার ক্ষেত্রে কিছু লেনদেনে মাসুল বসতে পারে।

সোমবার : সর্বকম সুবিধাযুক্ত শিল্পতালুক গড়ার জন্য কেন্দ্রের



ভারত আয়ুর্ষোগিক বিকাশ যোজনায় যুক্ত হল পশ্চিমবঙ্গ। এর জন্য নদীয়ার ধুবলিয়া ও পশ্চিম বর্ধমানের হীরাপুরে ২ জায়গা চিহ্নিত করেছে রাজ্য সরকার। দেশে এরকম ১০০ টি শিল্পতালুক গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র।

মঙ্গলবার : পুলিশ হেফাজতে বিরজু কেওটের মৃত্যুকে পুলিশের

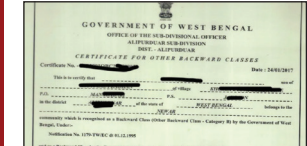


গাফিলতি বলে মেনে হালিশহর থানার আইওকে সাসপেন্ড ও আইশ্রেম ক্রোজ করলো রাজ্য সরকার। উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসকের দায়িত্বে তদন্ত হবে। অগ্রগতি জানাতে হবে মুখ্যমন্ত্রী ও পরিবারকে।



ভোটারদের বিচার প্রক্রিয়ার গতি নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করলো সুপ্রীম কোর্ট। এখন পর্যন্ত কত নিষ্পত্তি হয়েছে নির্বাচন কমিশন তা না জানায় আশ্চর্য আদালত।

বৃহস্পতিবার: তৃণমূল সরকারের আমলে দেওয়া সমস্ত



ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এই সার্টিফিকেটের বলে কেউ সংরক্ষণ পেলে তাও বাতিল হবে। এরা সবাই সাধারণ শ্রেণীর প্রার্থী হিসাবে গণ্য হবে।

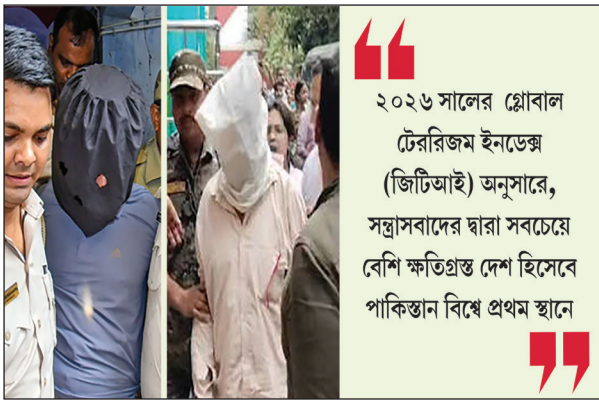
শুক্রবার: সিবিআই না পারলেও পারলেন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী। আরজি কর কাছে অভ্যার দেহ ভিডিও পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হলেন পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ ও তার সাগরেদ সঙ্গী মুখার্জি। খোঁজ চলছে সোমনাথ দের।

● **সবজাতীয় খবর ও রোলা**

ঘরে বাইরে সক্রিয় শত্রু

ওঙ্কার মিত্র

গত মাস দুয়েক ধরে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ভারতকে অস্থির করে তোলার যে চেষ্টা চলছে তা আসলে ঘরে বাইরের জেহাদি খেলা। এর উৎস ভারতীয় উপমহাদেশে ঘটা সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা। আমেরিকা যখন ইরানের মুক্কে কের্নাটা, যুদ্ধ বিরতিতে বাধ্য হচ্ছে তখন তার কোলের ছেলে পাকিস্তানের মানচিত্র



বদলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। বালুচিস্তান ইতিমধ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিয়েছে। সেই পথে হাঁটছে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বাসিন্দারা। আর নিজেদের সামলাতে না পারার হাওয়া আছড়ে পড়ছে ভারতের মাটিতে। চাহিদা একটাই, নিজেদের সঙ্গে সর্বনাশ হোক ভারতেরও।

ভারত উদয় হোক বা বিকশিত

এরপর দুয়ের পাতায়

ভারত, সবটাই ভারত বিরোধী শক্তির চক্ষুশূল। ভারতের অগ্রগতিকে আটকাতে তাই ঘরে বাইরে সক্রিয় জেহাদ। কোথাও সন্ত্রাস আঁচড়ে, কোথাও মোটা দাপে। মুখে বন্ধুত্বের কথা বললেও আমেরিকা চায় অবাধ বাণিজ্য, শুষ্ক চাপিয়ে আধিপত্য কার্যে। চিন চায় মাঝে মধ্যে সীমান্তে সুড়সুড়ি দিয়ে ভারতের অস্থিরতা। কিন্তু পাকিস্তানের এত ঢাকঢাক-গুড়গুড় নেই, তারা সরাসরি চায় ভারতের সর্বনাশ। এই বিশ্বাস নতুন

জয়ন্ত চৌধুরী

নজির বিহীনভাবে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির দুই রাজ্য সভা সাংসদ নগেন্দ্র রায় ওরফে অনন্ত মহারাজ এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমিক ভট্টাচার্য নেতাজিকে নিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কটুক্তি করার পর রাজ্য জুড়ে ক্ষোভ-বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। কোথাও মিছিল, কোথাও অবস্থান, কোথাও বা অনশন শুরু হয়েছে। বিলম্বে হলেও ডামেজ কন্ট্রোল করতে মুখ্যমন্ত্রী মাঠে নামেন। তিনি জানান, নেতাজিকে অপমান রাজ্য সরকার

মেনে নেবে না। জিরো-টলারেন্স এর কথা তিনি বলেছেন। ইতিমধ্যে সমাজমাধ্যমে অনন্ত মহারাজের পাঁচজন কটুক্তিকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নিম্নে তাই হয়ে অনন্ত মহারাজ ক্ষমা চাইলেও উত্তেজনা কমে। রাজ্য জুড়ে নিন্দা ও প্রতিবাদ চলছে। অনন্ত মহারাজের সাংসদ পদ খারিজের দাবি উঠেছে। রাজ্য বিজেপির অভ্যন্তরে এই নিয়ে ক্ষোভ চাপা থাকেনি। শুধু বিরোধীপক্ষ নয়, প্রতিবাদ মিছিলে বহু সক্রিয় বিজেপি কর্মী নেতা এমনকী সাধুসন্তরাও সামিল হয়েছেন। বিধানসভায় বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী নিন্দা



প্রস্তাব এনেছেন। ওইদিনই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে নেতাজির প্রতি অপমান সূচক উক্তির প্রতিবাদে সভা করেন। সন্ধ্যাবেলায় মুখ্যমন্ত্রী নেতাজি সম্পর্কে কটুক্তিকারীদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন। তিনি আরও বলেন, নেতাজির ছবি সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলকভাবে রাখতে হবে। নেতাজি সেবাকেন্দ্র নামকরণের কথাও তিনি ঘোষণা করেন। এদিকে রামপুরহাটে নেতাজির নামাঙ্কিত রাস্তার নাম শ্যামাপ্রসাদের নামে করায় ক্ষোভ তীব্র হয়েছে। এরপর দুয়ের পাতায়

শিক্ষক সঙ্কটে তালাবন্ধ শিক্ষাকেন্দ্র

অতীক মিত্র : খয়রাশোল দক্ষিণ চক্রের খরি গ্রামের শিশু শিক্ষাকেন্দ্র (ইউডিআইএসই নং ১৯০৮১১০০৪০৪) প্রায় ৭ মাস থেকে তালাবন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। খরি গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ, শিক্ষকের অভাবের কারণেই তালাবন্ধ এই শিশু কেন্দ্র। ২০০২ সালে দুইজন শিক্ষক সহ পড়ুয়াদের নিয়ে পথচলা শুরু করেছিল খরি গ্রামের রবীন্দ্র নজরুল শিশু শিক্ষাকেন্দ্র (এসএসকে)। ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে একজন শিক্ষক (সম্প্রসারক) অবসরগ্রহণ করার পর থেকে তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে বিদ্যালয়টি। আগেই অবশ্য একজন শিক্ষক অবসরগ্রহণ

করেছিল।

গ্রামের বাসিন্দা সামিমা বিবি বলে, প্রায় ৭ মাস থেকে গ্রামের শিশুদের স্কুল বন্ধ হওয়ায় দেড়



কিলোমিটার দূরে লোকপুুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাচ্চাদের যেতে হয়। রাস্তায় ভারী যান চলাচল করে। খরি গ্রাম

গিয়াসউদ্দিন মোল্লা বলেন, দেড় কিলোমিটার দূরে লোকপুুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাচ্চাদের যেতে হয়। রাস্তায় ভারী যান চলাচল করে। খরি গ্রাম

পাটের দামবৃদ্ধিতে মুখে হাসি ফুটলো চাষিদের

কল্যাণ রায়চৌধুরী : দামের খরা কাটতেই দৃষ্টিস্তম্ভ হয়ে আবার চাষা হল পাটের বাজার। কুইন্টাল প্রতি পাটের দাম আবারও ১৩ হাজারে পৌঁছতেই স্বস্তি ফিরলো পাট চাষিদের মধ্যে। প্রশাসনের নজরদারি ও বাজারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের পর পাটের দামে এই উর্দ্ধগতি বলে জানা যাচ্ছে। চলতি মরশুমের শুরু থেকেই পাটের বাজারে ভালো দর পাচ্ছিলেন কৃষকরা।

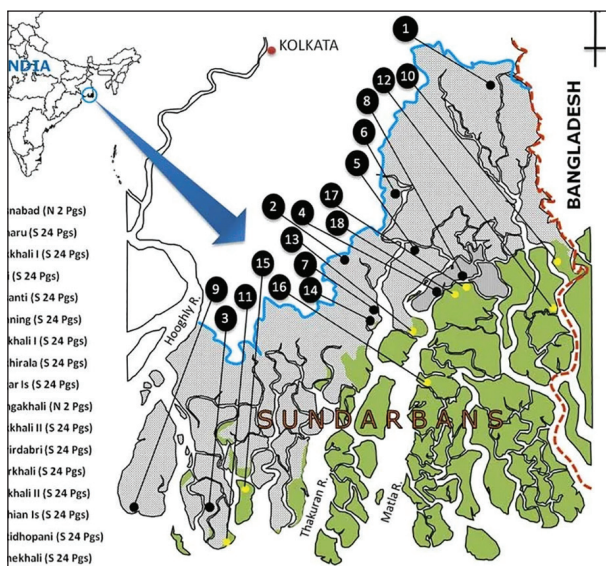
প্রথম দিকে পাটের দাম ছিল প্রতি কুইন্টাল প্রায় ১২-১৩ হাজার টাকা। কিন্তু আচমকই সেই দাম কমাতে

কমতে প্রায় ১০ হাজার টাকার নীচে নেমে যাওয়ার বিপাকে পড়েন চাষিরা। পাট চাষে বীজ, সার ও অন্যান্য উপকরণের খরচের পাশাপাশি রয়েছে শ্রমিকের মজুরি। এছাড়াও পাট পটানো, আঁশ ছাড়ানো ও শুকনোর মতন একাধিক ধাপেও যথেষ্ট খরচ হয়। ফলে বাজার দর আচমকা কমে যাওয়ায় উৎপাদন খরচ তুলে লাভের মুখ দেখা নিজে তৈরি হয় অনিশ্চয়তা। এই পরিস্থিতিতে পাটের বাজারে দামের অস্বাভাবিক ওঠা-নামা নিয়ে প্রশাসনের নজরদারি বাড়ি। এরপর দুয়ের পাতায়

সুন্দরবনকে পৃথক জেলা করতে তৎপরতা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং উত্তর ২৪ পরগনার উপকূলীয় বিভিন্ন ব্লক নিয়ে পৃথক সুন্দরবন জেলা গঠনের প্রস্তাব রাজ্যের প্রথম বাজেটে পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী। তৃণমূল জমানা থেকে সুন্দরবনকে পৃথক জেলা ঘোষণা করা হবে দ্রুত বলা হয়েছিল। কিন্তু গত ১৫ বছরে তৃণমূল সরকারের সেই ঘোষণা করা সম্ভব হয়েও ওঠেনি এবং সুন্দরবন পৃথক জেলাও হয়নি।

বর্তমান বিজেপি সরকার বিধানসভায় যে প্রস্তাব দিয়েছে তাকে দ্রুত বাস্তবায়ন করতে আলিপুরে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়েছে বলে সূত্রের খবর। আলিপুরের জেলা সদরে নতুন জেলার সীমানা জেলা সদর, প্রশাসনিক সুবিধা এবং নতুন মহাকুমা গঠনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে ইতিমধ্যেই। প্রস্তাবিত সুন্দরবন জেলার মূল অংশ হিসাবে জয়নগর ১, জয়নগর ২, কুলতলী, মথুরাপুর ১, এবং মথুরাপুর ২ সহ বিস্তীর্ণ এলাকাকে যুক্ত করে



সুন্দরবন জেলা গঠনের সম্ভাবনা রয়েছে। জয়নগরকে একটি মহাকুমা সদর হিসাবেও ঘোষণা করা হতে পারে। প্রস্তাবিত ভৌগোলিক বিন্যাসে ক্যানিং মহাকুমার ক্যানিং ১, ক্যানিং ২, বাসন্তী, গোসাবা, মথুরাপুর ১, মথুরাপুর ২, কুলতলী, জয়নগর ১ ও জয়নগর ২ এবং কাকদ্বীপ মহাকুমার কাকদ্বীপ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা ও সাগর ব্লককে নতুন সুন্দরবন জেলার পরিকাঠামোর মধ্যে আনা হবে।

এরপর দুয়ের পাতায়

পাচারের আগে উদ্ধার ম্যানগ্রোভ

মানস প্রধান : সুন্দরবনের নদীর চর থেকে ম্যানগ্রোভ কেটে পাচারের অভিযোগ। পাচারের আগেই গ্রামবাসীদের তৎপরতার উদ্ধার হল শতাধিক লুণ্ঠপ্রায় প্রজাতির গাছ। ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ বিধানসভার স্বামী বিবেকানন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের বৃদ্ধপুর এলাকার।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সুন্দরবনের নদীর চর থেকে ম্যানগ্রোভ এবং বিভিন্ন প্রজাতির গাছ কেটে জলের মধ্যে ঢুবিয়ে রাখা হয়েছিল। বিষয়টি নজরে আসে স্থানীয় বাসিন্দাদের। এরপরই কাকদ্বীপ হারউড পয়েন্ট কোর্স্টাল থানার পুলিশ এবং বন দপ্তরের আধিকারিকদের খবর দেন তাঁরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হারউড পয়েন্ট কোর্স্টাল থানার পুলিশ। সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ গাছ বাজেয়াপ্ত করা হয়। ঘটনায় ২ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। এরপর দুয়ের পাতায়

বিধায়ক জেলে, কাউন্সিলররা বেপাত্তা, পরিষেবা লাটে উঠেছে

কুনাল মলিক : ৪ মে রাজ্যে পালা পরিবর্তনের পর বিজেপি সরকার গঠন হয়ে গিয়েছে প্রায় ৩ন মাস অতিক্রম করেছে। গত ৩ মাসে গোটা রাজ্যজুড়ে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি-বিধায়ক-কাউন্সিলররা জনগণের দ্বারা নানাভাবে লাঞ্চিত, অপমানিত এবং ভিন্ন খোরাপির শিকার হয়েছেন। আবার শাসকদলের তাবড় প্রাক্তন মন্ত্রী, নেতা, জনপ্রতিনিধি অনেকেই জেল হাজত হয়েছে। কেউ বা জামিন পেয়ে পলাতক হয়েছেন বা এলাকায় আছেন নিষ্ক্রিয় হয়ে।

অথচ পালা পরিবর্তনের আগে পর্যন্ত রাজ্যের অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ বিভিন্ন প্রাক্তন রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন দীপ্লিপ মণ্ডল, তিনি দীর্ঘদিন ধরে জেলে আছেন। যদিও এবারের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি জয়ী হয়ে আবার বিধায়ক হয়েছেন। কিন্তু এলাকার মানুষরা জানাচ্ছেন, তারা বিধায়কের কাছ থেকে যে সমস্ত নাগরিক সুবিধা

স্কুলে ভর্তি হবার জন্য, কেউ বা ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট নেয়ার জন্য আবার কেউবা বর্ষাকালে পলিথিন পেতে। পাটের জন্য প্রকমেন্ডেশনের জন্য এছাড়াও বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকার রাস্তাঘাট পানীয় জল বিদ্যুৎ সহ নানা ধরনের সমস্যায় পড়লে মানুষরা জনপ্রতিনিধিদের কাছে ছুটতেই সমাধান পাবার আশায়।

কিন্তু দীর্ঘ তিন মাস অতিক্রম হয়ে যাবার পরও গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ বিভিন্ন এলাকার বিধায়ক বা কাউন্সিলররা এখনো বেপাত্তা। তাই নাগরিক পরিষেবা এখন ওই সমস্ত এলাকায় তলানিতে ঠেকেছে। যেমন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিশ্বপুরের বিধায়ক যিনি প্রাক্তন রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন দীপ্লিপ মণ্ডল, তিনি দীর্ঘদিন ধরে জেলে আছেন। যদিও এবারের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি জয়ী হয়ে আবার বিধায়ক হয়েছেন। কিন্তু এলাকার মানুষরা জানাচ্ছেন, তারা বিধায়কের কাছ থেকে যে সমস্ত নাগরিক সুবিধা

পেতেন তা কিছুই পাচ্ছেন না। তারা তাহলে কোথায় যাবে? বিশ্বপুর ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ-সভাপতি তারাও নিয়মিত আসছেন না। তাহলে এই সমস্যার সমাধান কিভাবে হবে? একভাবে বজবজ পুরসভা, বারুইপুর পুরসভার অধিকাংশ কাউন্সিলররাই বেপাত্তা। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের যথাক্রমে সভাপতি, সহ-সভাপতি, প্রধান, উপপ্রধানরাও সেভাবে আর দপ্তরে আসছেন না। সাধারণ মানুষের বক্তব্য, যদি এভাবে চলতে থাকে তাহলে অবিলম্বে নতুন সরকার ত্রিস্তর পঞ্চায়েত-পুরসভা ভেঙে দিয়ে ওখানে প্রশাসক বসিয়ে দিক। তাহলে মানুষরা ন্যূনতম পরিষেবা পাবে। সঙ্গে সঙ্গে যাতে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত এবং পুরসভায় পুনরায় নির্বাচন হয় তার ব্যবস্থা করুক নতুন সরকার। তা না হলে মানুষের সমস্যার সমাধান হবে না।

ইলিশের খরা ও জীবিকার সংকটে আলো দেখাচ্ছে নতুন গবেষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইলিশ মাছ বাঙালির রসনা তৃপ্তির এক অনবদ্য উপাদান। ভাজা, ভাপে, পাতুরি, ভর্তা কি না হয় এই রুপোলি শস্য দিয়ে। ব্যুষ্টির মরশুমে ইলিশ ভাজা আর খিচুড়ি লা'জবাব। কিন্তু এ বছর বাঙালির পাতে তেমনভাবে ইলিশের দেখা মেলেনি এখনও। যতটুকু আছে তা পাতে তুলতে পুড়ে যাচ্ছে পক্টে। বাজারে বাজারে ইলিশের দেখা মিললেও তেমন স্বাদের নয়। এর কারণ পর্যালোচনা করে জানা গেল পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গা থেকে যে ইলিশ জেলেরা ধরে সেগুলো পশ্চিমবঙ্গবাসীর পাতে পড়েনা, সবই চলে যায় বাইরে। বঙ্গবাসীর ভাগ্যে জেটে মায়ানমার, গুজরাট, মহারাষ্ট্রের ইলিশ।

ফ্রেজারগঞ্জ, ডায়মন্ড হারবার ঘুরে দেখা গেল প্রচুর খোকা ইলিশ ধরছেন জেলেরা। কারণ কি? বললেন, কিছু না নিয়ে ফিরে আসতে ইচ্ছা করে না। তাই যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে আসছি। কিন্তু এই ছোট ইলিশ ধরলে পরবর্তীকালে আর

ইলিশ মাছ যে পাওয়া যাবে না! বললেন, জোগান কমে গিয়েছে তাই অগত্যা এমন কাজ করতে হচ্ছে। জোগান কমে যাওয়ার কারণ কি? এক মৎস্য ব্যবসায়ী জানানেন, বটম ট্রলিং যা ছোট জালে মাছ ধরার কারণে এমন পরিস্থিতি। বটম ট্রলিং কি? নদীর তলদেশ থেকে মাছ ধরা। ওই সব জায়গায় মাছেরা প্রজনন করে। এবং তাই ছোট ছোট মাছ উঠে আসে, বড় হওয়ার সুযোগ থাকে না। তাই যত বছর যাচ্ছে ইলিশের বংশবৃদ্ধি তত কমে যাচ্ছে। এছাড়াও আরেকটি কারণ দুষণ। মাছের বংশবৃদ্ধিতে বিরটি বাধা নদীর দুষণ। জাহাজ এবং অবৈজ্ঞানিক ট্রলারের কারণে দুষণ ছড়াচ্ছে জলে। এছাড়াও সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্যের পরিবর্তন ইলিশ মাছ প্রজননে বড় অন্তরায়। ছোট ছোট খাঁড়িতে ডিম পাড়ে ইলিশ। সুন্দরবনের বিশেষ বিশেষ গাছ থেকে পুষ্টি পায় তারা। ম্যানগ্রোভের ধ্বংসও তাই ইলিশ মাছের বাড়বাড়তে বিরটি বাধা। এছাড়াও ব্যবসায়ীরা বাজারে ইলিশ মাছের খাটতি



এবং দামের জন্য দায়ী করেছেন অনিয়ন্ত্রিত বাজারদার। সুষ্ঠু ইলিশ বিপণনে সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। নেই সরকারি হিমঘর। এমনকি মৎস্য ব্যবসায়ীদের জন্য কোন সরকারি ঋণের ব্যবস্থাও নেই, তাই আড়তদারদের ওপর নির্ভর করতে হয় মৎস্য ব্যবসায়ীদের। ফলে আড়তদাররা যা দাম দেয় সেই দামেই মাছ বিক্রি করে দিতে

হয়। হিমঘর থাকলে কোন সময় বেশি মাছ জালে পড়লে সেই গুলিকে সংরক্ষণ করে পরবর্তীকালে বাজারে নিয়ে আসা যেত। কিন্তু সেই সুযোগ নেই মৎস্য ব্যবসায়ীদের। সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবসায়ী শ্রমিক সংগঠনের সম্পাদক সত্যনাথ পাত্র জানান, এক সময় অতিরিক্ত মাছ ধরা হয়েছিল, ছোট পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ থেকেও তেমন নজরদারি ছিল না। শুধু এখানে নয় বাংলাদেশেও একই হাল। সেখানে যে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রলার এসেছে তাতে ইলিশ মাছের পোনা মারা পড়ছে এবং সেই নাব্যতানে মাছ ধরার কথা নয় সেখানেও মাছ ধরা হচ্ছে। ইলিশ মাছ বাঁচাতে গেলে বাংলাদেশকেও অনেক যত্নশীল হতে হবে কারণ তারাই সারা পৃথিবীর মধ্যে ৬০ শতাংশ ইলিশ উৎপাদন করে। তার প্রভাব ভারতেও পড়ছে। মাছ বাঁচানোর ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে তারা।

এই প্রসঙ্গে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী

দীপঙ্কর জানা বলেন, ইলিশ নিয়ে গবেষণা চলছে। ইলিশের ডিম ফুটিয়ে পোনা তৈরি করার কাজ পুরোদমে এগোচ্ছে। পুকুরেও ইলিশের পোনা তৈরি হচ্ছে। ইলিশের পরিবেশগত, পুষ্টিগত, স্বাস্থ্যকর এবং জীবিকার গুরুত্ব বিবেচনা করে ব্যারাকপুরের সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং 'ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা' ইলিশ পুনরুদ্ধারে দীর্ঘমেয়াদি বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচি শুরু করেছে। তাদের খবর অনুযায়ী, গঙ্গাবক্ষে ইলিশের পোনা ছাড়ার ফলে এক সুসংবাদ এসেছে। কয়েক দশক ধরে গঙ্গার উর্ধ্ব প্রবাহের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কার্যত অনুপস্থিত থাকার পর উত্তরপ্রদেশের চন্দৌলি জেলার টাচা খুর্দ গ্রামের কাছে ইলিশের সন্ধান মিলেছে। বিজ্ঞানভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে বিলুপ্ত বলে বিবেচিত একটি প্রজাতিককেও ফিরিয়ে আনা যে সম্ভব, এই ঘটনা তারই প্রমাণ। এরপর দুয়ের পাতায়

বিষধর সাপের উপদ্রব, শঙ্কিত পড়ুয়ারা

দেবাশিস রায়, **পূর্ব বর্ধমান** : বর্ষা মানেই চারিদিকে জল থৈ থৈ অবস্থা। একইসঙ্গে ইতিউতি বোাপঝাড় ক্রমশ বেড়েই চলেছে। কৃষি জমি থেকে শুরু করে বাগান, বসতবাড়ি, খেলার মাঠ, গ্রাম থেকে শহর সর্বত্রই একই পরিস্থিতির শিকার সকলেই। এমনতর পরিস্থিতিতে



বিভিন্ন জায়গায় নানান প্রজাতির সাপের উপদ্রবও বেড়ে চলেছে। জলঢোরা থেকে শুরু করে ভয়ংকর বিষধর সাপ চন্দ্রবোড়া, কেউটে, গোখরা, ডোমনা চিতি প্রভৃতির বেশ বাড়বাড়ন্ত এইসময়। এদিকে ঘন সবুজ ঘাসের গালিচায় মোড়া ক্রীড়াঙ্গনে ভয়ংকর বিষধর সাপের উপদ্রবে আতঙ্ক গ্রাস করেছে খেলোয়াড় থেকে শুরু করে স্থল ছাত্রছাত্রী সহ অভিভাবকদের। এমনকি, বিষধর সাপের উপদ্রবে স্থল কর্তৃপক্ষ পড়ুয়া সহ তাদের অভিভাবকদের বৃহত্তর জরুরি সতর্কবার্তা দিতে বাধ্য হয়েছে।

একাধিক সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, বিগত বছরের তুলনায় এবার বিভিন্ন জায়গায় চন্দ্রবোড়া সাপের উপদ্রব বেশি। গোখরা, কেউটে কিংবা ডোমনা চিতি তুলনায় কম চোখে পড়ছে। এছাড়া জলঢোরা, হেলে, মেটুলি, বেতআছড়া, ঘরচিতি, ডাড়াশ, লাউডগা প্রভৃতি বিষহীন সাপের সংখ্যাও নেহাত কম নেই। স্থল পড়ুয়া থেকে শুরু করে খেলোয়াড়দের মধ্যে আতঙ্ক কিছুটা

রাস্তা ফেটে হাওড়ার দু জায়গায় ধস

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাস্তা ফেটে ধস শহরের দুই জায়গায়, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সারাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। ১২ আগস্ট ভোরে হাওড়ার সালকিয়ার উড়িয়া পাড়া সংলগ্ন জি টি রোডের উপর ওই ধস নামে। আমরকা রাস্তার উপর ফটল দেখা যায় এবং



রাস্তা কিছুটা বসে যায়। ঘটনার জেরে ব্যস্ততম জি টি রোডে যান চলাচল ব্যাহত হয়। দুর্ভাগ্যে পশনের সাধারণ মানুষ। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গোলাবাড়ি ট্রাকিং পুলিশ। দুর্ঘটনাস্থলটি তৎক্ষণাৎ ব্যারিকেড করে ঘিরে দেওয়া হয় যাতে বড় কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে। খবর দেওয়া হয় হাওড়া পুরসভা ও পিডব্লিউডি-কে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত পিডব্লিউডি-র ইঞ্জিনিয়াররা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পরিদর্শন শেষে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রাস্তা

বিএলআরওকে হেনস্থা করার অভিযোগ

রুমা খাতুন, **বীরভূম** : অভিযোগ ১১ আগস্ট ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্থার অফিসারের বিক্ষুব্ধ দুর্নীতির অভিযোগে তুলে মল্লারপুরে ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্থার অফিসে বিজেপির ডিম খোরাপি করে ও বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি নেতৃত্ব। পাষ্টা ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্থার অফিসার দীপঙ্কর দাস অভিযোগ তোলেন বিজেপি নেতা অতনু চ্যাটার্জি ৫টি পাথরের গাড়ি ছাড়ার জন্য চাপ দিয়েছিলেন, চাঁদা চেয়েছিলেন, না দেওয়ায় সেই রাগ থেকে বিক্ষোভ দেখান বলে দাবি করেন ও পরে মল্লারপুর থানার দ্বারস্থ হন। তদন্ত নেমে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেন মল্লারপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের ১২ আগস্ট রামপুরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। যদিও বিজেপি নেতা অতনু চ্যাটার্জী আদালতে ঢোকার সময়

হলেও বেশি। খেলার মাঠগুলিতে বর্ষার জল পেয়ে স্বাভাবিকের তুলনায় ঘন সবুজ ঘাস গজিয়েছে। সেই ঘন সবুজ ঘাসের আড়ালেই লুকিয়ে থাকছে বিষধর সাপ। এসব মাঠগুলির পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যে স্থল কর্তৃপক্ষও যথেষ্ট দুঃশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছে।

তট সংরক্ষণে বিশেষজ্ঞদের দেওয়া পরিকল্পনা সম্পূর্ণ : মন্ত্রী সাগর মেলায় আসছে নতুন চমক

নিজস্ব প্রতিনিধি : পৌষ সংক্রান্তি আসতে এখনও ঢের দেরি। তবে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে সাগর মেলার প্রস্তুতি। প্রশাসনিক বৈঠক সেরে ফেলেছেন মন্ত্রী ও বিধায়করা। পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর সনাতন



মন্ত্রী দীপঙ্কর জানা

ধর্মালম্বীরা এই মেলায় উপস্থিন হন। আসেন বিভিন্ন রাজ্যের পুন্যার্থীরা। এবার পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তিত বিজেপি সরকারের চ্যালেঞ্জ এই মেলাকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যাওয়া। বিভিন্নভাবে পরিকল্পনার কাজ জানালেন সুন্দরন উল্লয়ন মন্ত্রী দীপঙ্কর জানা। তিনি বলেন, কপিলমুনির আশ্রমের সামনে ভাঙনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাস্তা এবং সাগরতট। তাতে মাটি

৪০ কেজি গাঁজা সহ গ্রেপ্তার ২

সুমন আদক, **হাওড়া** : ট্রেন থেকে নামার পরই হাওড়া স্টেশনের ক্যাব রোড থেকে প্রায় ৪০ কেজিও বেশি গাঁজা সহ ২ যাত্রীকে আটক করে। গোয়েন্দা পুলিশের দল। ১২ আগস্ট বিকালে হাওড়া স্টেশনের উল্টোদিকে ক্যাব রোড সংলগ্ন ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করে হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। ঘটনায় ২ জন যাত্রীকে আটক করা হয়। সুত্রের খবর, ওই দুই ব্যক্তি ট্রেনে করে হাওড়া স্টেশনে নামার পর থেকেই তাঁদের গতিবিধার উপর নজর রাখছিলেন গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকরা। এরপর ক্যাব রোডের ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের কাছে তাঁদের আটক করা হয়। পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে তাঁদের কাছ থেকে দুটি আটাচি ও পিঠে থাকা ব্যাগ উদ্ধার করে। সেই ব্যাগ ও আটাচির ভিতর থেকে প্রায় ৪০ কেজিরও বেশি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই বিপুল পরিমাণ মাদক কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং কোথায় পাচ্যেরে উদ্দেশ্য ছিল তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। এই বিষয়ে হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ডিসিপি রাহুল মিশ্র বলেন, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ওই আটক দুই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

ফেলে চেষ্টা হয়েছে ভাঙন রোধের। কিন্তু যেভাবে করার প্রয়োজন ছিল তা করেনি পূর্বতন সরকার। যে পরিকল্পনা দরকার ছিল তা নেওয়া হয়নি স্টেসট্রাং করতে গিয়ে রাস্তার এই হাল হয়েছে। আমরা পরিকল্পনা

নতুন চমকের ইঙ্গিত দিয়েছেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী সেই সারপ্রাইজের ঘোষণা করবেন।

সাগরের বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল জানানেন, কীভাবে ২০২৭ সালের গঙ্গাসাগর মেলাকে উন্নতমানের করা

নিছি। এছাড়াও আমরা বেনারসে পরিদর্শন করতে যাচ্ছি যাতে সুন্দর পরিল্পনাগুলি এখানে বাস্তবায়ন করা যায়। আরতির কথা ভাবা হচ্ছে। শুধু মেলার সময়ের জন্য নয়, সারাবছরই যাতে পুন্যার্থীরা সন্ধ্যারতী উপভোগ করতে পারেন, তবে এ পরিকল্পনাগুলো আমরা ভেবেছি তবে সব ঠিকঠাক করতে গেলে নুনতম ৩ বছর সময় দিতে হবে। কুস্তমেলার মত পরিকল্পনা চলছে যাতে সৃষ্টভাবে সাগর মেলাকেও পরিচালন করে আন্তর্জাতিক তকমা নিয়ে আসা যায়। তবে সাগর মেলায়

হবে তা নিয়ে সব দপ্তরের সাথেই কথা হয়েছে। কুস্ত মেলার কাছ থেকে আমরা পরামর্শ চাইছি। যাতে সাগর মেলাও আরও আত্মাধুনিক হয়ে ওঠে। অন্তর্দেশীয় জলপথের সাথে রাজ্য সরকারের সমন্বয় রেখে মুড়িগঙ্গা নদীর উপরে ভেসেল চলাচলেরও এক আধুনিক পরিকল্পনা আনছি। কপিলমুনি মন্দিরের সোজাসুজি সাগরতট রক্ষার্থে নেন্দারল্যান্ডস এবং আইআইটি চেন্নাইয়ের একটি দক্ষ দল কি করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কীভাবে তট রক্ষা করা যায় জানিয়েছেন তারা।

জাহাজের ধাক্কায় নদীবাঁধে ভাঙন



১২ আগস্ট সকালে হুগলি নদী দিয়ে কলকাতা বন্দরে যাওয়ার পথে দিক নির্ণয় করতে না পেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সিঙ্গাপুরের পণ্যবাহী জাহাজটি ফেরিঘাট সংলগ্ন বাঁধে ধাক্কা মারে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই এলাকায় আগেও একাধিকবার পণ্যবাহী জাহাজের ধাক্কার ঘটনা

বারবার প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে অধরা চাম্পাহাটি উড়ালপুল

পার্শ্ব কুশারী : দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারইপুর ব্লকের চাম্পাহাটি এলাকার দীর্ঘদিনের সমস্যা যানজট। এই যানজট থেকে মুক্তি পেতে এলাকাবাসীদের দাবি ছিল একটি উড়ালপুল নির্মাণ। পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলের একাধিকবার এই উড়ালপুল তৈরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও, বাস্তবে তা রূপায়িত হয়নি। ফলে ১৬ বছর তৃণমূল জমানা নিতাব্যাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

চাম্পাহাটি রেলগেট ও সংলগ্ন

বাস্তু রাস্তার কারণে প্রতিদিন দীর্ঘ সময় গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। অ্যান্ডুলেন্স থেকে শুরু করে স্থলবাস, বড়ো বড়ো ট্রাক সবই আটকে পরে এই যানজটে। স্থানীয় বাসিন্দা অরুন মিত্রের অভিযোগ, বিগত সরকারের জমানায় দক্ষায় দক্ষায় সমীক্ষা এবং প্রতিশ্রুতির কথা শোনা গেলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ফাইলের বন্দি থেকে গিয়েছে চাম্পাহাটি উড়ালপুলের ভবিষ্যৎ। তবে রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর নতুন সরকারের কাছে এবার নতুন করে আশার

শুধুমাত্র আশ্রম সংলগ্ন ২ নং ঘাট ‘বীচ নারিসমেন্ট’ পদ্ধতিতে সংস্কার করতে খরচ হবে সম্ভবত ৩২ কোটি টাকা। আশা করা যাচ্ছে অর্থ দপ্তর এবিষয়ে সবুজ সংকেত দেবে। বর্ষার পর থেকেই কাজ শুরু



বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল

করার পরিকল্পনা আছে। এছাড়াও তিনি বলেন, ২০৩০-এর মধ্যে মুড়িগঙ্গার উপর গঙ্গাসাগর সেতুর কাজও শেষ হয়ে যাবে।

এখন দেখার আরও কি কি নতুন পরিকল্পনা এবং চমক নিয়ে আসে এই সরকার। আধ্যাত্মিকতার সাথে সাগর মেলা কতটা সৃষ্টভাবে করতে পারে এই নতুন সরকার তা দেখার জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হবে ১৪ জানুয়ারি ২০২৭ অবধি।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাস্তব করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

দক্ষিণ বারাসাত স্টেশন রোডের দূরবস্থা (নিজস্ব প্রতিনিধি)

দক্ষিণ বারাসাত স্টেশন থেকে জীবন মণ্ডলের হাট পর্যন্ত পাঁচ মাইল দীর্ঘ পাকা সড়কটির শোচনীয় হাল হয়েছে। অভিযোগে প্রকাশ, রাস্তাটি বহু জায়গায় ভেঙ্গেচুরে গেছে। মাঝে মাঝে সৃষ্টি হয়েছে বিরাট বিরাট গর্ত। বর্ষাকালে জল কাদায় একাকার। প্রকাশ, এই পথে যাতায়াতকারী পথচারী ও যানবাহনের দুর্গতির অন্ত নেই। জানা গেল, গত দশ বছর এই রাস্তাটি মেরামত হয় নি। স্থানীয় অধিবাসীরা জানালেন, সংশ্লিষ্ট রাস্তাটি সম্পর্কে বহু অভিযোগ জানালেও কোন ফল হয় নি।

১০ম বর্ষ, ২১ আগস্ট ১৯৭৬, শনিবার, ৩৬ সংখ্যা

ঝড়খালি পুনর্বাসন কেন্দ্রে ফের বাঘের মৃত্যু!

সূভাষ চন্দ্র দাশ : সুন্দরবনের গহন অরণ্য থেকে মুতাপথখারী বাঘদ্বীকে উদ্ধার করে বাঁচানোর আশ্রণ চেষ্টা বিফলে গেল শেষরক্ষা হল না। দীর্ঘদিন চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণের পর ঝড়খালির ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রে মৃত্যু হল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের। বাঘদ্বীকে ২০২৪ সাল থেকে এই পুনর্বাসন কেন্দ্রে ছিল। বনদপ্তরের নির্দেশ মতোই তার চলছিল পর্যবেক্ষণ এবং চিকিৎসা।

বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ঠাকুরান নদীর চরে অস্বাভাবিক আচরণ করতে দেখা যায় বাঘদ্বীকে। খাবারের খোঁজে লোকালয়ের কাছাকাছি চলে আসায় স্থানীয়দের

মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। এরপর দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন বিভাগের তৎপরতায় ২৪ ডিসেম্বর ট্রাপ দিয়ে বাঁচা পেতে রাতভর অভিযান চালিয়ে বাঘদ্বীকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারের পর প্রথমে আলিপুর চিড়িয়াখানার ৫ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলে। শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলে তাকে স্থানান্তরিত করা হয়

তৃণমূলের প্রস্তুতি সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৮ আগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসকে সামনে রেখে প্রস্তুতি কর্মসূচা হয়ে গেল বাঁকুড়া তৃণমূল ভবনে। এই কর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি প্রিয়ান্ধা অধিকারী। উপস্থিত ছিলেন বড়জোড়া বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক অলোক মুখার্জি, সূত্রত



৮ আগস্ট দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পৈলানে আদিগ্রাম ভূমি স্কুলে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যপাল আর এন রবি। এই বিদ্যালয়ে আদিবাসী মেয়েদের শিক্ষার জন্য নানারকম কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় বছরভর। এই বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিভাগ আছে। প্রায় ১ হাজার ছাত্রী এখানে আবাসিক ভাবে পড়াশোনা করে। এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা মুক্তা গুপ্ত।

বিবিআইটিতে দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান



নিজস্ব প্রতিনিধি : শিক্ষা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শেষ করে নতুন ভবিষ্যতের পথে পা রাখল বজবাজার বিবিআইটি কলেজের পড়ুয়ারা। ১৬ আগস্ট বজবাজার ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজির অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল কলেজের দ্বিতীয় স্নাতক সমাবর্তন অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন বিবিআইটির চেয়ারম্যান জগদীশ গুপ্তা, প্রিন্সিপাল প্রফেসর ড. নরেন্দ্রনাথ জানা, এঞ্জিনিটিউডি ডিরেক্টর ড. শুভান্দী

খবঃ অরুণ লোখ

উতিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা, ১৫ আগস্ট – ২১ আগষ্ট, ২০২৬

জোড়া পুজো

একটা জাতির জীবনে এমন সন্ধিক্ষণ খুব কমই আসে। ৮০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে বিদেশী ব্রিটিশের অত্যাচার থেকে এশিয়া মহাদেশের এই ভারত ভূ-খণ্ড মুক্তি পাওয়ার। সেই সব অসংখ্য মুক্তি সাধক দেশত্রী স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং শহীদকূল যাঁরা কণ্ঠে তুলে নিয়েছিলেন ভারত মায়ের বন্দনার অমোঘ মন্ত্র ‘বন্দেমাতরম্’ সেই দেশমন্ত্রের সার্থ শতবর্ষ পালিত হচ্ছে এ বছর। ১৮৭৫ সালের ৭ নভেম্বর ‘বঙ্গদর্শন’ সাহিত্য পত্রিকায় সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই গানটি প্রথম প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে তাঁর বিখ্যাত সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে রচিত ‘আনন্দ মঠ’ উপন্যাসে সন্ন্যাসী ভবানন্দের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে ‘বন্দেমাতরম্’ মন্ত্রসম সঙ্গীতটি।

রাজ্যভূড়ে দেশবন্দনার এই মহাপূজা এক অন্য মাত্রা পেয়েছে এবছর। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম ভারতীয় জনতা পার্টি শাসন ক্ষমতায় এসেছে। পালাবদলের এই সময়েই রাজ্য সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে দেশভাগের চর্চার পাশাপাশি ‘হরষর ভেরঙ্গ’ কর্মসূচী পালনের নির্দেশ দিয়েছে। অর্থাৎ ‘বন্দেমাতরম্’ সহ দেশপ্রেমের পাঠ যাতে স্কুল–কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে চর্চিত হতে পারে তার মহৎ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি, ‘সর্ব ধর্মের উপরে স্বদেশ ধর্ম ইহা বিস্মৃত হইও না’ আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

দেশরক্ষার জন্য সীমানায় অতদ্রুতপ্রহরী হয়ে কাজ করছে দেশের সেনাবাহিনী। অথচ দেশের অভ্যন্তরে দেশদ্রোহীদের সংখ্যা কম নয়। ‘বন্দেমাতরম্’ গানটিকে স্বয়ং রবি ঠাকুর সুরারোপ করে নিয়ে ১৮৯৬ সালে জাতীয় কংগ্রেস–এর অধিবেশনে গেয়েছিলেন। ভারতে নানা সূরে এই শব্দ বন্ধ ও গানটি বহু সুরকার ও শিল্পী গেয়েছেন। জামানীতে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ‘বন্দেমাতরম্’ গানটির কোন অঙ্গচ্ছেদ না ঘটিয়ে পুরো গানটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করিয়েছিলেন আজাদ হিন্দ পত্রিকার জন্য। দেড়শো বছরের এই গান আজও যেন চির নতুন। গত মে মাস থেকে প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রার্থনা সঙ্গীত হিসাবে ‘জনগণ মন অধিনায়ক’ জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে ‘বন্দেমাতরম্’ এর পুরো গানটি গাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে এই গান স্কুল–কলেজে গাওয়া নিষিদ্ধ হয়েছিল।

ফাঁসীর মঞ্চে ক্ষুদিরাম বসু, কানাইলাল দত্ত, গোপীনাথ সাহা স্বাধীনতার জন্য জীবনের জয়গান গেয়েছিলেন। আন্দোলনের সেলুলার জেলেও ধ্বনি–প্রতিধ্বনিত হয়েছিল ‘বন্দেমাতরম্’ ধ্বনি। নিবেদিতা এদেশের মুক্তি নিশান উত্তর কলকাতার বাড়ীতে ছাত্রীদেরকে সঙ্গে নিয়ে তৈরী করেছিলেন জাতীয় পতাকা বর্ণের ওপর হলুদ সুতোয় বোনা হয়েছিল বজ্রের প্রতীক। আর পতাকা জুড়ে লেখা ছিল ‘বন্দেমাতরম্’। দেড়শো বছর ও আশি বছরের সেই দুই মহাপূজার মহাযানে দেশবাসী স্মরণে মননে উপলব্ধি করুক ‘বন্দেমাতরম্’ মন্ত্রের তাৎপর্য, মুক্ত সাধকদের কঠোর তপস্যার কথা। এই প্রথম স্বাধীনতার তোরো লালকেল্লার ‘বন্দেমাতরম্’ গাইছেন প্রধানমন্ত্রী। এই জোড়া পুজোতে স্বার্থক হয়ে উঠুক দেশপ্রেমের মহাধ্বনি – ‘বন্দেমাতরম্’।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘স্থিতি প্রকরণ’

ক্ষমাত্মক বলা যায় না, কারণ, যাকে ক্ষমী বলা হবে, তার অস্তিত্ব পূর্বে ছিল বুঝতে হবে। কিন্তু অতীত বা বর্তমান কোনকালে কখনই জগতের অস্তিত্ব যখন সত্য নয়, তখন তার ক্ষয় কিভাবে হবে? যদি বলি, আকশকুসুম শুকিয়ে গেছে, তা কি সত্য হতে পারে? ও আবার প্রবাহাকারে অনাদিকাল হতে প্রত্যক্ষভাবে জগৎ দৃশ্যমান বলে তাকে অসম্ভাবন বলা ও যায় না। কিন্তু অজ্ঞানের কারণেই জগৎ দৃশ্যমান হয়, জ্ঞানার্জনে এই জগতের অস্তিত্বহীনতা বোধগম্য হয়। যিনি অনাদি, অনন্ত ও সর্বাতীত, সেই পরমাত্মা সর্বব্যাপকতার কারণে সর্বভূতে অধিষ্ঠিত থাকলেও কোন বিকার, ধর্ম, গুণ, ভেদজ্ঞান, ক্রিয়া ইত্যাদি পরমাত্মায় না থাকায় তিনি কর্তা হতে পারেন না। গুণ নিয়তিবশেই সর্বভূতে তাঁর অধিষ্ঠান। ভাব ও অভাব উভয় দশায় নিয়তি যত ক্ষুদ্র বা দীর্ঘ হোক না কেন, তা মিথ্যা হতে সৃষ্ট, এবং পরমাত্মার অধিষ্ঠানবশতঃ নিয়তিকে সঙ্গতান বোধ করা হয়। আত্মা কর্তা বা অকর্তা যা ই হোন না কেন, তিনি যেহেতু নির্লিপ্ত, তাই সুখ–দুঃখে তিনি উদাসীনই থাকেন। মানুষের জীবনকাল যদি একশ বছর ধরা হয়, তা অনন্তকালের অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। তাহলে পরমাত্মা কোন ঐ ক্ষণিক অবসরে ইতর দেহাত্মাব্য গ্রহণ ক’রে বিষয়ে আগ্রহী হবেন? জগৎ যদি স্থির হয়, তবুও তাতে আত্মা আত্মশীল হতে পারেন না। কারণ, জগদ্ভাব জড়, আত্মা হলেন চ্যেতন। তাই ভিন্ন স্ভাব বিশিষ্ট দুই অর্থাৎ জগৎ ও আত্মা কিব্বা জড় ও চ্যেতন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হতে পারে না। আর যদি জগৎ স্থির না হয়ে অস্থির হয় তাহলে জগতে মূর্খ ভিন্ন কে তাতে আত্মশীল হবে? জন্মের কেন্নাকৈ সত্য ধরা হলে, যখন সেই ফেনা জন্মেই মিলিয়ে যাবে, তখন পূর্বের ভ্রমবোধের জন্য কষ্ট অনিবার্য্য হয়ে ওঠে। হে মহাবাহো! সূর্য্য কিরণ বিতরণ ক’রে সকল প্রাণীর প্রাণকার্য্য সমাধা করছেন, কিন্তু কর্তৃত্বহীন ও নিষ্ক্রিয় সেই সূর্য্যের মতই আত্মাও উদাসীন, অকর্তা। সাধারণ মতে সূর্য্যের গমনাগমন সত্য হলেও, তা যেমন সত্য নয়, তেমনই আত্মারও গমনাগমন অসম্ভাব। অসীম আত্মা কোথা থেকে কোথায় যাবেন? তিনি তো সর্বব্যাপক। আত্মা নিষ্ক্রিয় হওয়ায় গমন ক্রিয়া তাঁর হবই বা কি ক’রে? প্রকৃতপক্ষে সুখ–দুঃখ ভোগ, গমনাগমন ইত্যাদি আবাস্তর ব্যাপার আত্মায় প্রক্ষিপ্ত হয়, যা সত্য নয়।

হে রাম! তুমি তাই আর পরাভাবননা কোর না। কেউ কি কখনও স্বপ্ন দর্শনে প্রভাবিত হয়? প্রশ্বর গ্রীষ্মে কেউ শৈত্যের ভাবনা করে শীতল হয় না, কল্লিত জলে কখনও তৃষ্ণা নিবাবরিত হয় না। এই দৃশ্য বিশ্বও আন্তিজাত, তাই দৃশ্য–বিশ্বে প্রত্যয় স্থাপন কোর না, পরিণামী ও জড় জগতে স্থায়িত্ব ও সুখ অস্বৈয্য কোর না।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেঙ্গবুক বার্তা



সন্মান দিতে না পারলে প্লিজ কিনবেন না।

আলোকপাত

জাতিগত সততা ছাড়া স্বাধীনতা অসম্ভব : পুলিন বিহারী দাস

বিশ্বরঞ্জন দাস

১৭ আগস্ট দিনটি ইতিহাসের এক গভীর স্মৃতিচিহ্ন। বিপ্লবিগুরু পুলিন বিহারী দাসের ৭৭ তম তিরোধান দিবস। তিনি ছিলেন এক অনন্য বিপ্লবী সংগঠক, দার্শনিক এবং জাতীয় চরিত্রগঠনের পথপ্রদর্শক। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর নাম শুধু একটি অধ্যায় নয়, বরং এক অমর দর্শন। তিনি বলেছিলেন– ‘জাতিগত সততা ছাড়া স্বাধীনতা অসম্ভব।’ এই সত্যকবাণী আজও ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় প্রতিধ্বনিত হয়।

পুলিন বিহারী দাস জন্মেছিলেন উনিশ শতকের শেষভাগে এমন এক সময়ে যখন বঙ্গভূমি রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামাজিক বৈষম্যে জর্জরিত। শৈশব থেকেই তিনি শারীরিক সংক্টিত, যোগচর্চা ও দেশীয় মার্শাল আর্টে দক্ষ ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল–শক্তি, শৃঙ্খলা ও আত্মনির্ভরতা ছাড়া কোনও জাতি স্বাধীন হতে পারে না। এই বিশ্বাস থেকেই ১৯০৬ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ঢাকা অনুশীলন সমিতি। শুরুতে মাত্র ৮০ জন যুবক নিয়ে গঠিত এই সংগঠন অল্প সময়েই ৫০,০০০ দেশভক্তের মার্শাল বাহিনীতে রূপ নেয়।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বাংলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিস্ফোরণ ঘটায়। পুলিন বিহারী দাস এই আন্দোলনের অন্যতম



সংগঠক ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, যুবকরাই জাতির শক্তি। তাদের শারীরিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ দিয়েই স্বাধীনতার সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের গীতা থেকে উদ্ধৃত করে তিনি বলেছিলেন– অজ্ঞতার বশে ফলাফল, অজ্ঞকের ভারতবর্ষে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি অপরিস্রাব্য হলেও, নৈতিকতা ও সততা ছাড়া উন্নয়ন অসম্পূর্ণ। যুবসমাজের দায়িত্ব দুর্নীতি ও আত্মকেন্দ্রিকতা দূর করা। জাতিগত ঐক্য ও সমাজকেন্দ্রিক কর্মনিষ্ঠাই উন্নত ভারতের মূল ভিত্তি। পুলিন বিহারী দাসের শতবর্ষ পূর্ণ শিক্ষা আজও আমাদের মনে করিয়ে দেয়– স্বাধীনতা শুধু রাজনৈতিক নয়, সামাজিক ও নৈতিকও। আধুনিক ভারতবর্ষে প্রযুক্তি, শিক্ষা ও উন্নয়ন যতই হোক, জাতিগত সততা ও সমাজসেবার অভাব থাকলে উন্নয়ন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

পুলিন বিহারী দাসের ৭৭ তম তিরোধান দিবসে তর্পণশু শু একটি স্মরণনয়, বরং তাঁর শিক্ষা ও দর্শনকে নতুন প্রজন্মের কাছে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার এক মহাসুযোগ। তাঁর দর্শনের মূল বার্তা আজও প্রাসঙ্গিক– আত্মনির্ভরতা, সততা ও সমাজসেবার মাধ্যমে উন্নত ভারত গড়াই তাঁর অমর আহ্বান।

লেখক : পুলিন বিহারী দাসের নাতি

আচার্যের ভবিষ্যৎবাণী সফল হয়েছিল

প্রিয়ম গুহ

স্বামী প্রণবানন্দের শিষ্য ছিলেন তাঁদেরই কথায়, ‘আমরা এখন একত্রিত হলাম’। ওতপ্রোতভাবে তাঁরা জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের ওপর গুরু মহারাজ সেই আশীর্বাদ প্রতিফলিত হয়েছে। এরপর প্রচার কাজে গুরুমহারাজ রেঙ্গুনে যাওয়ার পরিকল্পনা করলেন, কিন্তু লগরে পরিচয়পত্র, সেবকদের পাঠালেন তৎকালীন মেয়ার সুভাষ চন্দ্র বসুর কাছে। ভিড়ে ঠাসা বৈঠকখানার কাছে বসে রইলেন সন্ন্যাসীরা। তাঁদের দেখে সুভাষ চন্দ্র দাঁড়িয়ে বললেন, ‘কি স্বামীজি আপনারা কতক্ষণ এসে বসে রয়েছেন– দয়া করে আগে সংবাদ দিলেই হত। আপনারদের কি সেবা করতে পারি। আচার্য্যদেব এখন কোথায়? তাঁর সম্বন্ধে বাবা–মায়ের কাছে অনেক কিছু শুনেছি। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা করার বড়ই ইচ্ছা।’

এরপর পরিচয়পত্রের কথা শুনে তিনি



ব্রহ্মচারীর ভাই বললেন, ঠিক সময়মত সেটি সরিয়ে কেলবেনে তিনি। সকাল হতেই পুলিশ ঘরে ঢুকে শুরু করল তল্লাশি। বোমাটিকে ঠাণ্ডা উনুনের ছাইয়ে ঢাকা দিয়ে রেখেছিল। এরপর ব্রহ্মচারীর ভাই সেটিকে একটি খালি ডুলার মধ্যে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় পুলিশের সামনে দিয়ে, পুকুরে ফেলে দেওয়া হয় সেটি। পুলিশ কিছুই পেলনা বিনোদের ঘরে। এরপর ১৯১৪ সালে করিদপুর ষড়যন্ত্রে বন্দী করা হয়েছিল, তিন মাস জেল খাটেন তিনি। এরপর বারবার দেখা গিয়েছে, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিভ্রান্তিভাবে সাহায্য করছেন বিনোদ। এদের যখন বিনোদ ক্রিয়া তাঁর হবই বা কি ক’রে? প্রকৃতপক্ষে সুখ–দুঃখ ভোগ, গমনাগমন ইত্যাদি আবাস্তর ব্যাপার আত্মায় প্রক্ষিপ্ত হয়, যা সত্য নয়।

স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের বিভিন্ন ভবিষ্যৎ বাণী বারবার ফলে গিয়েছে। স্বামী দিব্যানন্দ মহারাজের কথায় পুরীর আশ্রমে যখন সুভাষ চন্দ্র বসুর মা ও বাবা দীক্ষা নিয়েছিলেন সেই সময় তাঁদেরকে তিনি বলেছিলেন, সুভাষ চন্দ্র একদিন বিশাল বড় মাপের মানুষ হবে। জানকীনাথ বসু এবং প্রভাবতী দেবী



বলেছিলেন, ‘আমি তো বার্মার কাউকে চিনি না। আমি তো সেখানকার মাদ্রালয়ের জেলে আটক ছিলাম।’ সুভাষ বসু সংঘের কাজকর্ম সম্বন্ধে লিখে পরিচয়পত্র করে দিলেন। স্বামী অদ্বৈতানন্দ ছিলেন সেই সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজন। তিনি তাঁর শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ লীলাশ্রুতি লিখেছেন সুভাষ চন্দ্রের ত্যাগ, সংযম ও সং সাহসের বহু প্রশংসা আচার্য্যদেবের কাছে শুনতাম। মতিলাল নেহেরু যেবার কংগ্রেস সভাপতিরূপে কলকাতায় এলেন সেবার সৈনিকের দোখা গিয়েছে, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিভ্রান্তিভাবে বেশ সুভাষ চন্দ্রের একখানি ছবি প্রকাশিত হল কলকাতার দৈনিক পত্রিকায়। তাঁর সেই বীরমূর্তি দেখেই আচার্য্যদেব বলেছিলেন, ‘সুভাষ একদিন সত্যসত্যি এই দেশে একটি সৈনিক বাহিনী তৈরী করে দেশোদ্ধারের চেষ্টা করবে।’ আশ্চর্যজনকভাবে সেই ভবিষ্যৎ বাণী ফলে গিয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, স্বামী অদ্বৈতানন্দের ওই বইতেই তিনি লিখেছিলেন, সিঙ্গাপুরের এক ঘটনার কথা। ‘একদিন রাত্তায় আমাদের গৈরিক বেশভূষা দেখে তিমিজান জাপানী ভদ্রলোক আকস্মিকভাবে প্রশ্ন করলেন, ‘‘আর ইউ ফ্রম ইণ্ডিয়া?’’ উত্তরে ঠ্যা়া বলতেই আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘ডু ইউ নো সুভাষ বাবু হোয়ার ইজ ইি নাউ?’’ আমরা অবাক হয়ে গেলাম এবং তাদের জিজ্ঞাসা করলাম

হতে হবে, স্বাধীন ভারতবর্ষে সকলকে আত্মসেবা ও সমাজসেবায় নিয়োজিত হতে হবে এবং শরীরচর্চা ও মার্শাল আর্টকে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। সিডিশন কমিটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে– ‘‘অনুশীলন সমিতির ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে পুলিন বিহারীর ইতিহাস।’’ নেতাজী সুভাষ, মাস্টারদা সূর্য সেন, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল প্রমুখ বিপ্লবীরা তাঁর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন। আজকের ভারতবর্ষে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি অপরিস্রাব্য হলেও, নৈতিকতা ও সততা ছাড়া উন্নয়ন অসম্পূর্ণ। যুবসমাজের দায়িত্ব দুর্নীতি ও আত্মকেন্দ্রিকতা দূর করা। জাতিগত ঐক্য ও সমাজকেন্দ্রিক কর্মনিষ্ঠাই উন্নত ভারতের মূল ভিত্তি। পুলিন বিহারী দাসের শতবর্ষ পূর্ণ শিক্ষা আজও আমাদের মনে করিয়ে দেয়– স্বাধীনতা শুধু রাজনৈতিক নয়, সামাজিক ও নৈতিকও। আধুনিক ভারতবর্ষে প্রযুক্তি, শিক্ষা ও উন্নয়ন যতই হোক, জাতিগত সততা ও সমাজসেবার অভাব থাকলে উন্নয়ন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

পুলিন বিহারী দাসের ৭৭ তম তিরোধান দিবসে তর্পণশু শু একটি স্মরণনয়, বরং তাঁর শিক্ষা ও দর্শনকে নতুন প্রজন্মের কাছে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার এক মহাসুযোগ। তাঁর দর্শনের মূল বার্তা আজও প্রাসঙ্গিক– আত্মনির্ভরতা, সততা ও সমাজসেবার মাধ্যমে উন্নত ভারত গড়াই তাঁর অমর আহ্বান।

লেখক : পুলিন বিহারী দাসের নাতি

“হোয়াই আর ইউ ইন্টারেস্টেড ইন হিম?” উত্তরে তারা বললেন, “উই নো হিম ভের ইন্টিমেটলি” এরপর হাসতে হাসতে বিদ্যায় নিলেন তারা। এর কিছুকাল পরেই শোনা গেল সুভাষ বাবুর সঙ্গে জাপানীদের সঙ্গে একটি গোপন যোগাযোগ এবং পরিকল্পনা চলছে। ভারত তথা এশিয়ার মুক্তির ব্যাপার নিয়ে সম্ভবত এই ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করে বেড়াছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে যখন হিন্দু নিপীড়ন শুরু হয়েছিল, বাঙালী জাতির অস্তিত্ব সঙ্কটে, তখন আশ্রাণ চেষ্টা করছেন হিন্দুদের একত্রিত করে মিলন মন্দির স্থাপন করা এবং তার দূরদৃষ্টির সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করা ছিল অন্যতম লীলা। জম্মাষ্টমী উপলক্ষে বিরাত হিন্দু সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য ডাকলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে। সম্মেলনের

দিন মঞ্চে উঠে তাঁর নিজের গলার মালা পরিয়ে দিলেন শ্যামাপ্রসাদের গলায় এবং সভা শেষ করে যখন তিনি আশ্রমে ফিরলেন, বললেন, শাস্ত্র গভীরকণ্ঠে ‘বাঙালী হিন্দুর সামনে দাঁড়াবার লোক ঠিক করে দিলাম।’ এরপর ওই বছরই অক্টোবর মাসে কাশীধামের দুর্গাপুজো উৎসবে আবার ঢেকে পাঠালেন শ্যামাপ্রসাদকে। সন্ন্যাসীদের আদেশ দিয়ে বললেন, শ্যামাপ্রসাদ কাশীধামে এসেছেন, গুঁজে বের করে নিয়ে আয়। শ্যামাপ্রসাদ বললেন, মহাশয়ীরা দিন সন্ধ্যাে মায়ের চরণে গুপ্পাঞ্জলি দেবেন তিনি। এরপর দুর্গাষ্টমীর সেই দিনটি ইতিহাসে এক বিরলতম দিন হয়ে রইল। আচার্যের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের একান্ত সাক্ষাৎ হল। কিন্তু তাদের দু’জনের কি বিষয়ে কথা হয়েছিল তা কেউ জানলো না। সেই যে শক্তি সঞ্চার হল শ্যামাপ্রসাদ বাংলা ভাগের সামনে রুখে দাঁড়ালেন। পশ্চিমবঙ্গ ভারত অন্তর্ভুক্ত হল, জম্মাষ্টমীর সেই অমোঘ ভবিষ্যৎবাণী আজ পশ্চিমবঙ্গবাসী বারবার স্মরণ করছে।

বন্দেমাতরমের এই মন্ত্র এখনও ধ্বনিত হয় ভারত সেবাশ্রম সংসের আরতির শেষে ভারত মায়ের জন্য বর্তমান সন্ন্যাসীরা গুরু মহারাজের সেই আদর্শ নিয়ে এগিয়ে চলেছে ভারতের মুক্তির সন্ধানে।

কাশ্মীরে প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

ছিলেন বলিউডের বিশিষ্ট পরিচালক ইমতিয়াজ আলি এবং প্রবীণ চলচ্চিত্র নির্মাতা মুজাফফর আলি।

আন্তর্জাতিক স্তরে ইতিমধ্যেই ব্যাপক সাড়া ফেলেছে এই চলচ্চিত্র উৎসব। বিশ্বের প্রায় ৫০টি দেশ থেকে ১,১০০-রও বেশি চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের জন্য জমা পড়েছে। উৎসবে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা, ভারতীয় মূলধারার সিনেমা, তথ্যচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি, অ্যানিমেশন এবং ছাত্রছাত্রীদের তৈরি চলচ্চিত্রের মতো বিভিন্ন বিভাগে থাকছে।

শুধু চলচ্চিত্র প্রদর্শন নয়, উৎসবকে কেন্দ্র করে একাধিক



মাস্টারক্লাস, প্রযুক্তিগত অধিবেশন এবং প্যালেস আলোচনা আয়োজন করা হবে। চলচ্চিত্র নির্মাণ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে দেশ-বিদেশের

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বজবজ ও বুড়ুলের নাম উজ্জ্বল হয়ে থাকবে

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে এই জেলার দুইটি উল্লেখযোগ্য স্থানের নাম এক হচ্ছে বজবজ অনাটি বুড়ুল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ থেকেই স্বাধীনতা হীনতার শিকার হয়েছিলাম আমরা।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কলকাতা থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করেন। ইংরেজরা ফলতায় ডাচদের ভগ্নপ্রায় দুর্গে আশ্রয় নেয়। কলকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য লর্ড ক্লাইভ তিনটি যুদ্ধ জাহাজে কিছু সৈন্য সামন্ত এবং ফলতা থেকে একশিষ্ট ইংরেজদের নিয়ে কলকাতা পুনরুদ্ধারে আসে। বজবজের ৮ কিলোমিটার দক্ষিণে মায়াপুর গ্রামে কিছু কামান গোলা ও পদাতিক সৈন্য নিয়ে বজবজ কেল্লা খালের চেষ্টা করে। ইংরেজরা পুনরায় ফিরে আসতে পারে ভেবে নবাব এই বজবজ দুর্গটিতে অতিরিক্ত কামান ও গোলাবারুদ দিয়ে শক্তিশালী করে



রেখেছিলেন। এই বজবজ কেল্লা থেকে দেড় কিলোমিটার উত্তরে ইংরেজদের সঙ্গে নবাব সৈন্যের যুদ্ধোৎসি লড়াই হয়ে। ঐতিহাসিক ওম বজবজ যুদ্ধে ক্লাইভ–এর অবস্থান সম্পর্কে বলেছেন নবাবের সৈন্যরা ঠিকভাবে লড়াই করলে ক্লাইভের খুবই বিপদ হত। যুদ্ধের নামে প্রহসন করে ২৯ ডিসেম্বর ১৭৫৬ সালে বজবজ দুর্গ ইংরেজদের অধিকারে আসে এবং ভারতবর্ষের মাটিতে বজবজে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের প্রথম ধাপ সৃষ্টি হয়। তারপরে কলকাতা এবং শেষ অঙ্কে পলাশীর প্রান্তরে আমরা স্বাধীনতা হারিয়ে পরাধীন হই।

১৮৯৫ সালে শ্বেতাঙ্গ অফিসারেরা বজবজ জুট মিলের শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার চালালে শ্রমিকরা তাদের বাংলায় ই্ট–পাথর ছুড়তে থাকে। ইংরেজরা স্তব্ধ করতে কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়। তার ফলে বহু শ্রমিক হতাহত হয় এবং ধর্মঘট শুরু হয়। ১৯০৫ সালে যে স্বাধীনতার চেঁ আছড়ে পড়েছিল সেই স্বাধীনতা আন্দোলনে বজবজের মানুষ সামিল হয়েছিলেন। সূর্য যোষাল সে সময় স্যার সুরেন ব্যানার্জীকে এসে কয়েকটি জনসভা বজবজের চড়িয়ালে অনুষ্ঠিত করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে একদল শিখ্যাত্রী কানাড়া থেকে বিতাড়িত হয়ে বজবজ কোমাগাতামার্ক জাহাজে করে নোঙ্গর করে। কলকাতা অভিযুখে যাবার চেষ্টা করে। বিশেষ ট্রেনে সরাসরি পাঞ্জাব পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিল ইংরেজ সরকার। যারা উঠতে চাইলেন না তাদের সঙ্গে ইংরেজদের স্টেশন চত্বরে একটি খন্ড যুদ্ধ হয়। দু ঘণ্টার মধ্যে ১৭৭ রাউন্ড গুলি চালালে সরকারি হিসাবে ২১ জন মৃত ও



গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন যখন সারা ভারতের স্কুল–কলেজে ছাত্র যুব ও সারাগণ বুদ্ধিজীবীদের মনকে আধাতিত করছিল ঠিক তখনই বুড়ুল উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে আসেন চট্টগ্রাম যুব বিপ্লবের নেতা অনুরূপ চন্দ্র সেন। স্কুলের বিভিন্ন সংগঠন তৈরি এবং ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র গড়ে তুলতে লাগলেন তেমনি পাশাপাশি ছাত্রদের দেশপ্রেম সম্পর্কে সচেতন করতে লাগলেন। বুড়ুল পল্লী হিতৈষীনি সমিতি নামে একটি উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান তিনি করেছিলেন। এই দলটি প্রধানত মাস্টারদা সূর্য সেন ও অনুরূপচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে যে বিপ্লবী দল গঠিত হয়েছিল তার সঙ্গে যুক্ত ছিল। বুড়ুল–এর গুপ্ত সমিতিতে আত্মগোপন করতে আসতেন অনন্ত সিং, অম্বিকা চক্রবর্তী, অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ, সরলা দেবী চৌধুরী, গণেশ ঘোষ, হরেকৃষ্ণ কোণ্ডার, কমল বসু, সাধন গুপ্ত, বঙ্কিম মুখার্জি, মুজাফফর আহমেদ, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, কালিপদ মুখার্জি, হেমন্ত বসু, বিপিন গান্ধুলী প্রমুখ।

১৯২৬ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বুড়ুলে অনুরূপ সেনকে গ্রেপ্তার করে ইংরেজ সরকার। ১৯৪২ এর আগস্ট আন্দোলনে গোটা বুড়ুল এলাকা ছাত্রদের সংঘটিত করার ব্যাপারে যাদের গৌরবময় ভূমিকা ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম সুরেশ ঘোষ, সুধীন হালদার, অক্ষয় কয়াল, পলাশ প্রামানিক, তারাপদ ভাঙ্গারী, প্রভাত প্রামাণিকের নাম উল্লেখযোগ্য। বুড়ুলের বিশেষ উল্লেখযোগ্য আন্দোলন ১৯২৯ থেকে ৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলন। প্রভাস রায়ের নেতৃত্বে এই আন্দোলন সমগ্র এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

মাধ্যমে জন্ম ও কাশ্মীরের তরুণ ও স্থানীয় চলচ্চিত্র নির্মাতাদের নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরার সুযোগ দেওয়া হবে।

আয়োজকদের লক্ষ্য, জন্ম ও কাশ্মীরের সমৃদ্ধ চলচ্চিত্র সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করা, স্থানীয় প্রতিভাকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরা এবং অঞ্চলটিকে ফের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র নির্মাণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। একই সঙ্গে চলচ্চিত্র উৎসবকে যিরে অনন্য পাখীরের প্রসার ঘটিয়ে জন্ম ও কাশ্মীরের পর্যটন ক্ষেত্রকেও নতুন মাত্রা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

উত্তরের আঁঙিনায় অবৈধ গাড়ি পার্কিং আটকাতে অভিযান

সজল দাশগুপ্ত, **শিলিগুড়ি** : স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়, কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলার মাঠে পার্কিং ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন রাস্তা ও গলিতে অবৈধভাবে গাড়ি পার্কিং বন্ধ করতে সক্রিয়তা ট্রাফিক পুলিশের। ১১ আগস্ট ক্ষুদিরাম পল্লী, বিধান রোড ও সংলগ্ন এলাকায় অভিযানে নামে ট্রাফিক পুলিশ।

পার্কিং ব্যবস্থা উদ্বোধনের পরেই ট্রাফিক পুলিশের তরফ থেকে

সেপ্টেম্বরে ‘টুরিজম মোবিলিটি অ্যান্ড রোড সেফটি সার্মিট’



জয়ন্ত চক্রবর্তী : পর্যটন পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও নিরাপদ ও পেশাদার করে তুলতে আগামী সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ‘টুরিজম মোবিলিটি অ্যান্ড রোড সেফটি সার্মিট’। নর্থ বেঙ্গল ট্যুরিস্ট ট্রান্সপোর্ট অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন’-এর উদ্যোগে এই সার্মিট আয়োজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। সার্মিট নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন এনবিটিটিওএ-এর প্রতিনিধিরা। সংগঠনের উদ্যোগের প্রশংসা করে সার্মিটের সফল আয়োজনে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন পর্যটনমন্ত্রী।

এই সার্মিটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ ‘প্রজেক্ট সারথি’। পর্যটন গাড়ির চালকদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পথ নিরাপত্তা, ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং, জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়া দেওয়া, পর্যটকদের প্রতি

অন্য স্বাদের ধারাবাহিক মৃত্যু যাদের রহস্যে ঘেরা সুবীর পাল

আমাদের দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি বা ভাড়াপা আজ এক অত্যন্ত শক্তিশালী পলিটিক্যাল ফোর্স। কিন্তু এই দলের শিকড় বহুল অতীতের গর্ভে প্রোথিত রয়েছে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়কালের জাতীয়তাবাদ, সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং শক্তিশালী কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রচিন্তার যে রাজনৈতিক চেতন ধারার জন্ম নিয়েছিল, তার অন্যতম প্রধান স্থপতি ছিলেন উক্তরেট শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ, সাংগঠনিক চিন্তাভাবনা এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়েই পরবর্তীকালে ভারতীয় জনসঙ্ঘ এবং পরে তা বিজেপি পরিচয়ে উত্থানের সাক্ষী। এখন বিজেপি শুধু একটি রাজনৈতিক দল নয়। বরং ভারতের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে অত্যন্ত প্রবলভাবে অনেকটা অপ্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থায় অবস্থানরত। এই দীর্ঘ রাজনৈতিক যাত্রাপথ আদর্শ, আন্দোলন, সাংগঠনিক শক্তি এবং সময়ের পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন একাধারে শিক্ষাবিদ, আইনজীবী এবং প্রখর জাতীয়তাবাদী নেতা। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেন এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তবে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর নীতির সঙ্গে মতপার্থক্যের কারণে তিনি মন্ত্রিসভা ত্যাগ করেন অচিরেই। বিশেষ করে কান্মীর নীতি এবং সংখ্যালঘু তোষণের অভিযোগ নিয়ে তিনি কংগ্রেস সরকারের জড় সমালোচনা করেন।

এ হেন অকৃত্রিম আদর্শ থেকেই ১৯৫১ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ভারতীয় জনসঙ্ঘ। এর মূল লক্ষ্য ছিল ভারতীয় সংস্কৃতি, হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবোধ এবং কেন্দ্রীয় ঐক্যের ভিত্তিতে রাজনীতি গড়ে তোলা গোটা দেশভিত্তিক। দলের এ হেন আদর্শগত ভিত থেকে তাই গড়ে ওঠে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বা আরএসএ। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এক দেশ, এক সংবিধান, এক পতাকা নীতির প্রবল সমর্থক ছিলেন। তিনি ভারতের মধ্যে থাকা শুধুমাত্র আলাদা করে জম্মু ও কান্মীরের জন্য বিশেষ মর্যাদা দানের তীব্র বিরোধিতা করেন প্রথম থেকেই। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রহস্যে মোড়া মৃত্যুর পর দীর্ঘদিনের উপাধায় জনসঙ্ঘের অন্যতম প্রধান মুখ হয়ে ওঠেন। অনেকেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যাকে ভারত কেশরী হিসেবেও আখ্যায়িত করতেন। এরপর ১৯৮০ সালে জন্ম হয় ভারতীয় জনতা পার্টির বা বিজেপির। পরিবর্তিত জনসঙ্ঘের রাজনৈতিক রেল্লিকা হিসেবে। দলের প্রথম সভাপতি হোন অটলবিহারী বাজপেয়ী। শুরুতে বিজেপি গান্ধীয় সমাজতন্ত্রে খানিকটা ঝুঁকলেও পরবর্তীকালে দলটি আরও স্পষ্টভাবে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির সিঁহা হয়ে ওঠে।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি বিপুলভাবে জয় লাভ করে। স্বাধীন

তারাপীঠে মদ নিষিদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতি বছর ভাদ্র মাসের কৌশিকী অমাবসায় তারাপীঠে লক্ষ লক্ষ পুণ্যাধীর আগমন হয়। এই সময় সরকারি যে মদের দোকান আছে সেগুলোতে বিক্রি বহু গুণ বেড়ে যায়। ৩-৪ দিনের প্যাকেজ করে হোটেলে পুণ্যাধীরা ওঠেন। প্রতিবছরই সংবাদমাধ্যমে ফলাও করে প্রকাশিত হয় কৌশিকী অমাবস্যায় তারাপীঠে কত কোটি টাকার মদ বিক্রি হল। তৃণমূল সরকারের আমলে বিক্রির মার্জিন সর্বাধিক উঠেছিল। রাজ্য কোষাগার ফুলে কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু বর্তমানে রাজ্যের পালা পরিবর্তন হয়েছে বর্তমানে বিজেপি সরকার স্থাপিত হয়েছে।রামপুরহাটের বিধায়ক হয়েছেেন ধ্রুব সাহা। এক সাংবাদিক সন্মেলনে তিনি জানান, কৌশিকী অমাবস্যার দুদিন আগে থেকেই সরকারি মদ দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। অর্থাৎ এই সময় কৌশিকী অমাবস্যার সময় ৩-৪ দিন সরকারিভাবে সমস্ত মদ দোকান বন্ধ থাকায় মদ আর মিলবে না। তিনি আরও বলেন, আমরা শুধু রাজস্বের কথা ভাবছি না। কৌশিকী অমাবস্যা একটি অত্যন্ত শুভ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ব্যাপার। মদ খেয়ে কেউ যদি অশান্তি পাকায় সেই কারণেই এবছর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এবার হেলিকপ্টার থেকে পুণ্যাধীদের উদ্দেশ্যে আকাশ থেকে পুষ্প বৃষ্টি করা হবে যা একটা অভিনব বিষয়। খুব শীঘ্রই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আসবেন এবং এই ব্যাপারে আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা হবে।

বজবজ ২ নম্বর ব্লকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মসূচি

কুনাল মালিক : ৯ আগস্ট দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ ২ নম্বর ব্লকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বজবজ ২ নম্বর প্রখণ্ড আয়োজন করেছিল ‘পরিশোধ পরিচিতি বর্গ’ শীর্ষক কর্মসূচি। কর্মসূচি সম্পন্ন হয় ডোমারিয়া টোরান্তার মোড়ে একটি ভিলায়। এই কর্মসূচিতে পুরুষ মহিলা মিলে প্রায় ৫০০ জন হিন্দু সনাতনী উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কবে গঠিত হয় মূলত কাজ কি এবং এই পরিষদের বিভিন্ন খন্ত উপখণ্ডের কারা কার্যকর্তা তাদের সঙ্গে পরিচিতি পর্ব চলে। অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা

আরো খবর

মতবিনিময়মূলক সুরক্ষা সেমিনার রেলের

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিরাপদ ট্রেন চলাচল এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পান্তের সভাপতিত্বে একটি বিশেষ মতবিনিময়মূলক সুরক্ষা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই ধরনের প্রথম অধিবেশনে প্রথম সারির মাঠপর্যায়ের কর্মীদের সাথে শীর্ষ প্রশাসনিক নেতৃত্বের সরাসরি কথোপকথনের সুযোগ করে দেওয়া হয়, যা প্রতিদিনের ট্রেন চলাচল, ক্রু বুকিং ব্যবস্থাপনা এবং মাঠপর্যায়ের সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করার একটি উন্মুক্ত মঞ্চ তৈরি করে।

জ্ঞান আদান-প্রদানের এই সেমিনারে সিস্টেমের উন্নতি এবং সমস্ত বিভাগে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা প্রোটোকল কঠোরভাবে মেনে চলার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। লোকো ইন্সপেক্টর, ক্রু লবি ইন-চার্জ এবং ট্র্যাকশন লোকো কন্ট্রোলার সহ অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের দৈনন্দিন কাজের ব্যবহারিক মতামত শেয়ার করেন। অন্যদিকে উচ্চপদস্থ প্রশাসন অপারেশনগুলি সহজতর করার জন্য পদ্ধতিগত সমাধান নিয়ে আলোচনা করেন।

পূর্ব রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ ইন্সপেক্টরিক্যাল



ইঞ্জিনিয়ার সেনেন্দ্র কুমার, চিফ ইন্সপেক্টরিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (অপারেশনস) এবং সমস্ত বিভাগের সিনিয়র ডিভিশনাল ইন্সপেক্টরিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা (অপারেশনস) ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তাঁদের নিজ নিজ অপারেশনাল টিমের সাথে সেমিনারে যোগ দেন। এই সহযোগিতামূলক আলোচনার মাধ্যমে পূর্ব রেলওয়ে মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতার সাথে প্রশাসনিক নির্দেশনার সমন্বয় ঘটিয়ে নিরাপত্তার প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি আরও জোরদার করে চলেছে।

কুলপিতে টিবি মুক্ত ভারত দিবস পালিত

উত্তম কর্মকার : আয়ুর্য়ান ভারত কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নানা কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে ১৩ আগস্ট কুলপি ব্লক ও কুলপি হাসপাতালে আয়োজিত হল রক্তদান শিবির ও টিবি মুক্ত ভারত দিবস।

এদিনের রক্তদান শিবিরে হাসপাতালের কর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী এবং বিভিন্ন স্তরের সমাজসেবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অংশ নেন। প্রায় ৫৫ জন রক্তদাতা এদিন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

পাশাপাশি টিবি মুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। কুলপি হাসপাতালের পক্ষ থেকে প্রায় ২৫ জন টিবি আক্রান্ত



রোগীর ৬ মাসের খাদ্য সহায়তার দায়িত্ব নেওয়া হয়। তাঁদের হাতে খাদ্যসামগ্রী হিসেবে তেল, ডাল, ময়লা, দুধ, ডিম, বিস্কুট-সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। প্রতিটি রোগীর জন্য প্রায় ১ হাজার টাকা মূল্যের খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়।



গঙ্গাসাগর জেলার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সম্পাদক প্রদীপ কুমার মন্ডল এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের গঙ্গাসাগর জেলার সং

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুলপির জয়েন্ট বিভিও, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকারিকবৃন্দ, কুলপি হাসপাতালের বিএমওএইচ, স্বাস্থ্যকর্মী নাজিম পিয়াস, বনতোষ হালদার-সহ হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য কর্মীরা। রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি টিবি রোগীদের পাশে দাঁড়ানোর এই উদ্যোগকে মানবিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতার গুরুত্বপূর্ণ নজির হিসেবে দেখছেন আয়োজকরা। তাঁদের লক্ষ্য, চিকিৎসার পাশাপাশি পুষ্টিকর খাদ্য সহায়তার মাধ্যমে টিবি আক্রান্ত রোগীদের দ্রুত সুস্থতার পথে এগিয়ে দেওয়া এবং সমাজকে টিবি মুক্ত করার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া।

ভাবনা প্রমুখ উৎপল আদক সহ প্রমুখ। বুদ্ধদেব নন্দুর বলেন, আগামীদিনে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ হিন্দু সনাতনীদের স্বার্থে আরো অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করতে চলেছে। অখণ্ড ভারতবর্ষের যে সংকল্প তাকে বাস্তবায়িত করা আমাদের মূল উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে হিন্দু সনাতনীদের প্রাচীন আধ্যাত্মিক যে ঐতিহ্য সেই সম্পর্কেও মানুষকে সচেতনতা করা আমাদের মূল লক্ষ্য। ওই দিন দুপুরে সকলের জন্য নিরামিষ মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন ছিল। ভোজন মস্ত্র পাঠের পর সকল আহার গ্রহণ করেন।

নেহেরুর বিচিত্র ভারতে শ্যামাপ্রসাদকে রহস্যময় ইঞ্জেকশন

ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার কোনও অ-কংগ্রেস দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

বর্তমানে বিজেপি ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক দলগুলোর অন্যতম। মোদীর নেতৃত্বে দল জাতীয়তাবাদ, উন্নয়ন এবং শক্তিশালী কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সমন্বয় ঘটিয়েছে। রাম মন্দির নির্মাণ, কান্মীরের ৩৫০ অনুচ্ছেদ বাতিল এবং অভিন্ন দেওয়ানি বিধির আলোচনা বিজেপির রাজনৈতিক অঙ্গন্বানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। এমনকি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভাবধারায় দীক্ষিত বিজেপি আজ শুধু সারা ভারতেই শুধু সীমাবদ্ধ নয়, সামগ্রিক বৈশ্বিক রাজনৈতিক মঞ্চেও এই দল এক শ্রেষ্ঠতম পলিটিক্যাল পাওয়ার হিসেবে নিজেকে পরিগণিত করেছে।

শ্যামাপ্রসাদের ভাবপ্রধান এই দলটি সারা পৃথিবী সহ তামাম ভারতে তাদের বিজয় পতাকা অবাহত রাখতে পারলেও পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু এতদিন প্রশাসনিক ক্ষমতাসন থেকে দূরেই ছিল। ২০২৬ সালের রাজ্য বিধানসভা ভোটের ফলাফলে বিজেপির সেই অধরা স্বপ্নেও বিজয়ের শ্রাবণধারা প্রতিফলিত হয় ৯৩% রাজবাণীর ভোটপাওয়ার সাক্ষ্যতে। বিজেপির এই রাজ্য জয় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শের মুকুটে অবশ্যই একটা আলাদা এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পালকের প্রতিস্থাপন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রাক মুহূর্তে ধর্মের ভিত্তিতে আমাদের দেশ টুকরো টুকরো হয়ে যায় নেহেরু এন্ড কোম্পানি, জিন্নাহ সিভিলিটেট এবং ব্রিটিশ রুলারের গোশন এজেন্ডার আঁচাতে। দেশে ত্রিাণ্ডিত হবার সময় পূর্ব পাকিস্তান বা অধুনা বাংলাদেশের পরিধি নিয়েও তখন শুরু হয়েছিল জেগারদার বিতর্ক। জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী একেবারে শেষ মুহূর্তে কলকাতায় বসে বলেছিলেন, দেশকে দ্বিখণ্ডিত করার আগে আমার শরীরকে দ্বিখণ্ডিত করা হোক। এমন আবেগধন আবেদনের পরেও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী পরিশেষে আটকাতে পারেননি দেশের মানচিত্রকে অখণ্ড রাখতে। তবে সেদিন কিছুটা হলেও পেরেছিলেন ভারত কিশোরী শ্যামাপ্রসাদ। একাংশ ভারতীয় নেতা সহ পূর্ব পাকিস্তানপন্থী নেতৃত্ব চেয়েছিলেন, গ্রেটার বেঙ্গল হোক পূর্ব পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বাংলাদেশের প্রাণপুরুষ শেখ মুজিবর রহমান তো তদানীন্তন সময়ে সরাসরি কলকাতাকেই দাবি করে বসেছিলেন একরোখা নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু ওই পরিকল্পনায় জল ঢেলে দেন আজকের বিজেপির ঈশ্বরপুরুষ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। মূলতঃ তাঁরই দৃঢ়চেতা প্রতিভাবের প্রতিকলনে কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের সিংহভাগ ভূখণ্ড আজও ভারতের অংশ হিসেবে রয়ে গেছে, যা এক কথায় অনস্বীকার্য। যদিও এই ঐতিহাসিক সত্যতা পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান কয়েকটি বামদল সহ কালিঘাট এলাকার অতি ডান গোষ্ঠী প্রকারান্তরে অস্বীকার করতে অনার্য তত্ত্ব বোধ করে থাকে এখনও। তবু কেউ কেউ কারা কারা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি এখনও কৃতজ্ঞতা জানাতেও ভুল করেন না। যেমনটি করেননি দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর রাজনৈতিক পার্টি ভাজপা।

২০২৬ সালের ৯ মে। রবীন্দ্রনাথের জন্ম তিথি। কলকাতার ব্রিগেড ময়দান। এ যেন পশ্চিমবঙ্গের বুকে ঘটে যাওয়া এক গৈরিক মাহেন্দ্রক্ষণের তাৎক্ষণিক রাজসূয়

অভিষেক পর্ব। সেদিন শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্নচারণ অধুনা ভারতীয় পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মতো স্থাপিত হলো গৈরিক প্রশাসন। সেই অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে প্রথমেই উপস্থিত জনসাধারণকে চমকে দেন নরেন্দ্র দাসোদর দাস মোদী। তিনি সর্বসমক্ষে পায় হাত প্রণাম করে বসলেম মঙ্গের এক কণি বসে থাকা নবহী বয়সার্থে এক অশীতিপর বৃদ্ধকে। উদ্বেলিত আমজনতার মনে তখন একটাই প্রশ্ন, কে এই অপরিচিত বৃদ্ধ যাঁর পায় হাত দিয়ে প্রণাম করছেন স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রী? অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে তখন ঘোষিত হলো, এই বৃদ্ধের নাম মাখনলাল সরকার। যাঁকে তাঁর স্ত্রী রসিকতা করে বলে থাকেন, বাটার রেড গর্ভর্ণমেন্ট। তিনি যে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের শেষবারের মতো কান্মীর যাত্রার সহযাত্রী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ওই পুণ্য জন্মতিথিতে রাজ্যের প্রথম বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে নরেন্দ্র মোদী মাখনলাল সরকারকে প্রণাম করার মধ্যে দিয়ে আপামর বন্ধবাসীকে আসলে এটাই বার্তা দিয়েছিলেন শ্রদ্ধা সহকারে, ‘আজকের ভারতীয় বাংলার রূপকার ভারত কেশরী আমরা তোমাকে ভুলিনি ভুলবো না।’

হ্যাঁ উক্তরেট শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের শেষতম জীবন



যাত্রার অন্তিম যাত্রাপথ ছিল ভারতের অপর অঙ্গরাজ্য কান্মীর। তখন তাঁর অন্যতম সহযাত্রী ছিলেন এই মাখনলাল সরকার। একইসঙ্গে অন্যান্যদের মধ্যে ওই পথের পথিক ছিলেন গুরু দত্ত বেদ, অটলবিহারী বাজপেয়ী, টেক চাঁদ, বলরাজ মাথোক সহ জনা কয়েক সাংবাদিক।

১৯০১ জুলাই ৬ জুলাই কলকাতায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হলেও মাত্র ৫২ বছর বয়সেই তাঁর মৃত্যু হয় কান্মীরের শ্রীনগরে। বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ

মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্যামাপ্রসাদ শিক্ষাবিদ ও একজন আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে দুবার তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদেও মনোনীত হয়েছিলেন। রাজনীতির জগতে পা রেখে সাভারকপের প্রভাবে তিনি হিন্দু মহাসভার রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে শুরু করেন। ১৯৪১ সালে তাঁর নেতৃত্বে বাংলায় ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয় এবং তিনি অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন। দেশভাগের সময় তাঁর ঐতিহাসিক দূরদর্শী সিদ্ধান্তের কারণেই আজকের পশ্চিমবঙ্গ ভারতেও অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম ক্যাবিনেটে তিনি প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর মন্ত্রিসভার শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু নেহেরুর মেকি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক আদর্শ এবং নেহেরু-লিয়াকত চুক্তির তীব্র বিরোধিতা করে ১৯৫০ সালে তিনি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর ১৯৫১ সালে তিনি ভারতীয় জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন।

স্বাধীন ভারতের প্রথম অ-কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু রহস্য যেনম আজও উন্মোচিত হয়নি তেমন জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতার শেষ নিঃশ্বাস নিয়েও রয়ে গেছে এখনও নানা সন্দেহের অবকাশ। ওনার মা যোগমায়া দেবী তো সরাসরি অভিযোগ করেছেন, ছেলে শ্যামাদেবকে হেদারোগের চিকিৎসার ছুঁতায় ভুল ইঞ্জেকশনের সাহায্যে বিষ প্রয়োগ করে খুন করা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রেও দেশের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর ভূমিকা কখনোই সন্দেহের তর্ফে নয়। যদিও তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে দাবি করা হয়েছিল, ওনার মৃত্যু ভগ্ন স্বাস্থ্যের ও নানাবিধ রোগের কারণে হয়েছে। যদিও যথাসম্ভব পর্যাপ্ত চিকিৎসা পরিসেবা তিনি পেয়েছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যাই প্রথম জম্মু ও কান্মীরকে ভারতীয় ভূখণ্ডের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে একীভূত করার দাবি জানান। তৎকালীন সন্দেহ সরকার জম্মু ও কান্মীরকে যে বিশেষ মর্যাদা (৩৭০ ধারা) দিয়েছিল এবং সেখানে ভারতীয়দের প্রবেশের জন্য যে পারমিট প্রথা চালু করেছিল, তার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর বিখ্যাত স্লোগান ছিল ‘এক দেশেমে দো বিধান, দো প্রধান, উওর দেো নিশান – নেহি চলেমেদে নেহি চলেমেদে।’

১৯৫৩ সালের ৮ মে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং তাঁর অনুগামীরা সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে দিল্লি রেলওয়ে স্টেশন থেকে জম্মুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন।

জম্মু-কান্মীরে প্রবেশ করা মাত্রই ১১ মে শেখ আবদুল্লাহ সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে শ্রীনগর শহর থেকে দূরে, ডাল হুদের পার্শ্ববর্তী একটি পার্ঘাউ অঞ্চলের কটেজে নজরবন্দি করে রাখে। সেই সময় তিনি ফুসফুসের প্রদাহ সহ নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। এইসব ব্যাধিকে অগ্রাহ্য করেই জম্মু ও কান্মীর সরকার তাঁকে একজন অপর্যায়ী মতো একটা বদ্ধ ঘরে আটকে রাখে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই প্রশ্নের কোনও উত্তর মেলেনি যে পায়ের গুরুতর চোট লাগার পরেও তাঁকে কেন এভাবে বন্দি করে রাখা হলো?

ভারতীয় জনতা পার্টির অন্যতম নেতা তথা ত্রিপুরার প্রাক্তন রাজাপাল তথাগত রায়ের লেখা ‘শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী : এ লাইফ আন্ড টাইমস’ বইতে তিনি লিখছেন, জুন মাসের



ন্যায়্য মূল্যের সার বিক্রি করতে না পারার কারণ সরকারি উদাসীনতা। অবিলম্বে সেই সমস্যার সমাধানের জন্য, জেলা শাসকের কাছে বিক্ষোভ মিছিল করে ডেপুটিশন দিলেন সার বিক্রেতারা।

গুরুবন্ধন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : নাড়াকান্দা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৯ আগস্ট অনুষ্ঠিত হল অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের খয়রাশোল ও খয়রাশোল দক্ষিণ চক্রের প্রথম চক্র সম্মেলন ও ‘গুরুবন্ধন’ কর্মসূচি। শিক্ষক শিক্ষিকাদের উপস্থিতিতে দিনভর বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এই সম্মেলন। অনুষ্ঠানে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের বীরভূম জেলা সভাপতি বামচারণ রায়, দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক অনুপকুমার সাহা, জেলা সহ সভাপতি রূপক মণ্ডল সহ সংগঠনের অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। খয়রাশোল ও খয়রাশোল দক্ষিণ চক্রের প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক ও মাধ্যমিকস্তরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১৮০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্ব হিসেবে দুই চক্রের চক্র কমিটি ও মণ্ডল কমিটি ঘোষণা করা হয়। আলোচনায় আগামীদিনে শিক্ষার প্রসার, শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষিকাদের ভূমিকা নিয়ে মতবিনিময় হয়। রাজ্য তথা সমগ্র দেশের অগ্রগতিতে শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও তুলে ধরা হয়। সম্মেলনের শেষে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি, ছাত্রছাত্রীদের বিবাহাৎ গড়ে তোলা এবং দেশের সার্বিক অগ্রগতির লক্ষ্যে একাবদ্ধভাবে কাজ করার শপথ গ্রহণ করেন সংগঠনের শিক্ষক শিক্ষিকারা। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আগামীদিনে শিক্ষক সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নয়নের বিষয়গুলিকে সামনে রেখে সাংগঠনিকভাবে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করা হবে।



৯ আগস্ট দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাওয়ালি কিস্তার গার্ডেন স্কুলে আয়োজন করা হয়েছিল মহতী রক্তদান শিবির অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা পৃথা দাস জানানেল, ৮৪ তম ভারত ছাড়ো আন্দোলন, বিজেপি সরকারের ৩ মাস পূর্তি এবং অভয়াং কালদিবসের স্মরণে এই রক্তদান শিবির আয়োজন করা হয়েছিল। শিবিরে পুরুষ ও মহিলা মিলে প্রায় ৫০ জন রক্তদান করেন। রক্তদান শিবির উপলক্ষে দেশাবোধক সংগীত এবং নৃত্যানুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা ছিল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমের শিবেশ্বর আনন্দ মহারাজ। এছাড়াও বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি অমিতাভ রায়, ভায়মন্ত হারবারের প্রাক্তন বিধায়ক দীপক হালদার, পিন্টু দাস, বিনুৎ মাল্লা প্রমুখ।

শুরু দিকে শ্যামাপ্রসাদের শারীরিক অবস্থার যথেষ্ট অবনতি

হয়। ২০ জুন তারিখে বিকেল ৩ টে ৩০ মিনিট নাগাদ পারিবারিক ডাক্তারদের নিষেধ সত্ত্বেও তাঁকে স্ট্রেস্টোমাইসিন জাতীয় ওষুধ দেওয়া হয় যেটাতে তাঁর আল্লাল্লা ছিল। গুরু দত্ত বৈদ্যের মতে, জেল সুপারিনটেন্ডেন্টের কাছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অনুরোধ করেছিলেন যাতে তাঁর শারীরিক অসুস্থতার সংবাদ তাঁর পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। কিন্তু সেই সংবাদ পরিবারকে জানানো হয়নি হাসপাতালের তরফে।

পরদিন, ২১ জুন, জেলের চিকিৎসক তাঁকে দেখতে আসেন কিন্তু তাঁর চিকিৎসা যিনি করেছিলেন তাঁর কোনও দেখা মেলেনি তখন। জেলের চিকিৎসক পুনরায় তাঁকে স্ট্রেস্টোমাইসিন দেন যার ফলে সারাদিন ধরে শ্যামাপ্রসাদকে গায়ের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকেন। ২২ জুন গুরু দত্ত বৈদকে জানানো হয় যে শ্যামাপ্রসাদ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। বৈদ যখন দেখা করতে যান, তখন তিনি লক্ষ্য করেন যে শ্যামাপ্রসাদের শারীরিক অবস্থা ক্রমশ চরম অবনতির দিকে যাচ্ছে। এই অবস্থায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যাকে নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়ার বদলে দশ মাইল দূরের একটি সরকারি হাসপাতালের স্ত্রী-রোগ বিভাগে ভর্তি করানো হয়। অবশেষে ১৯৫৩ সালের ২৩ জুন ভোর ৬ টে ৪০ মিনিটে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয় সেখানে।

এই সন্দেহজনক মৃত্যুর পর ভারত সরকার তাঁর মৃতদেহের কোনও ময়নাতদন্ত করেনি। সেই সময় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু লগুনে ছিলেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী মৌলানা আজাদ দিল্লিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃতদেহ নিয়ে আচার্যকৃত অনুষ্ঠান তদেননি। বদলে তাঁর মৃতদেহ সরাসরি কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছিল। পুলিশি হেফাজতে থাকাকালীন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই সন্দেহজনক মৃত্যু সমগ্র দেশ জুড়ে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। তাঁর বৃদ্ধা মাতা যোগমায়া দেবী প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুকে চিঠি লিখে একটি নিরপেক্ষ তদন্তের আর্জি জানিয়েছিলেন ছেলের মৃত্যুর প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করে। কিন্তু নেহেরুজী সেই আবেদন খারিজ করে দেন পত্রপাঠমাত্র। এমনকি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু রহস্যের পূর্ণাঙ্গ বিচারবিভাগীয় তদন্ত আর কখনও ভোয়ের আশা দেখেননি।

তাঁর মৃত্যুর কয়েক দশক পরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী দাবি করেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সাধারণ স্বাস্থ্যগত জটিলতার কারণে মারা যাননি। এই মৃত্যুর পিছনে নেহেরুজী এবং কান্মীর সরকারের মধ্যে কোনও যৌথ যড়যন্ত্র ছিল অবশ্যই। এটা আসলে একটা গুপ্ত হত্যা। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু রহস্য কি তাহলে এক গোপন হত্যার অনুদ্ব্যতিত আখ্যান? নেহেরুর কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে কোনও গোপন যোগমায়া দেবী প্রধানমন্ত্রী কে শেখ আবদুল্লাহ শাসিত জম্মু ও কান্মীর সরকার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর জন্য আদতে দায়ী? দুর্ভাগ্যের বিষয় এটাই, এই সমস্ত অজানা প্রশ্নের উত্তর আজও অধরাই থেকে গেলে ভারতবাসীর কাছে। ওই যে আলেকজান্ডার বলেছিলেন না, সত্য সেন্লেখ্যকি কি বিচিত্র এই দেশ। ধুম্রাও ভারত কেশরী ধুম্রাও। কি আর করবেন বলুন, এই দেশটা যে বিচিত্র ভারতবর্ষ।

পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণিতে পাস–ফেল ফিরবে?

নিজস্ব প্রতিনিষি : বহুদিনের প্রতীক্ষিত পাস–ফেল প্রথা কী রাজ্যে নতুন সরকারের হাত ধরে কী ফিরছে? তবে রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী(রায়গঞ্জের বিধায়ক) জানান, রাজ্যে চলতি শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক বা উচ্চ প্রাথমিক স্তরে পাস–ফেল ফিরছে না। হ্যাঁ, তবে আগামী ২০২৭–২৮ শিক্ষাবর্ষে থেকে অন্তত পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে ফিরবে কী না, তা নিশ্চিত হতে বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করা হচ্ছে। ওই কমিটির যেমন–যেমন রিপোর্ট আসবে, সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, রাজ্যে পাস–ফেল সন্ক্রান্ত একটি কমিটি গঠন করার প্রক্রিয়া জারি রয়েছে।

রাজ্যে বাবা জমানায় প্রাথমিকে অর্থাৎ প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে পাস–ফেল তুলে দেওয়া



হয়েছিল। পরবর্তীকালে ২০০৯ সালে সর্বভারতীয় শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী, ২০১০ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে আগেই পাস–ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার সঙ্গে এবার যষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি আগেই উচ্চ প্রাথমিকে ও পাস–ফেল প্রথা উঠে যায় অর্থাৎ 'নো–ডিটেনশন পলিসি কার্যকর হয়। আর এখান থেকে রাজ্যে আয়ের বেসরকারি ইংরেজি ও বাংলা মাধ্যমের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে এবার উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে বেসরকারি ইংরেজি ও বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়ের রমরমা কারবার রাজ্যে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠে। আর রাজ্যের সরকারি প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ক্লাসে প্রতি বিষয়ে ওই ৩৬ বা ৪০(কোনও কোনও বিদ্যালয়ে) পেয়ে পাস করতে হলে যে কী পরিশ্রম করতে হতো এবং পাসের যে কী মজা কী আনন্দ ২০১০ সাল থেকে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা সেটার স্বাদটাই হারায়। বিগত ১২-১৪ বছর গ্রাম কী শহর ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে যায় ছাত্রতোলা মিড–ডে মিল, কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকা(ছাত্রীরা),

সবুজস্বাধীর সাইকেল, তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পে স্মার্টফোন বা ট্যাব কেনার জন্য ১০ হাজার টাকা একরকম একাধিক লোভেই বিদ্যালয়ে যায়। বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ের পরীক্ষায় অন্তত একটা ভালো অতীব ভালো ফলাফল করবে, এসব উবে যায়। রাজ্যে ২০১১ সালের আগে বাম জমানায় প্রাথমিকে পাস–ফেল তুলে দেওয়া হয়েছিল। মূল লক্ষ্য ছিল রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় অর্থাৎ প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে বিদ্যালয়ছুটের হার শূন্যে নামিয়ে আনা। ২০১০ সালের আগে যষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়ার ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা সামাজিক লজ্জা, হীনমন্যতা ও মানসিক চাপের সৃষ্টি হতো। বাবা–মাকে বিদ্যালয়ে ডেকে এনে প্রধান শিক্ষকশিক্ষিকারা একাধিক কড়াকড়া

কথা শোনাবে। এইসব ভয়ভীতিমুক্ত ও আনন্দদায়ক শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলাই ছিল এই আইনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। গত ১৫ বছর যাবৎ ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সি প্রতিটি শিশুর জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করতে শুধুমাত্র আড়াই থেকে তিন ঘণ্টার বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের উপরে নির্ভর না করে, সারা বছর ধরে তিন পর্বে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের উপরে জোর দেওয়া হয়।

তবে, গত কমবেশি ১০ বছর যাবৎ এইসব একাধিক প্রথা পরেও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের একটা বড়ো অংশের মধ্যে পড়াশুনার প্রতি একটা বড়োদারি অনীহা তৈরি হচ্ছে এবং শিক্ষার সার্বিক মান নিয়মুখী থেকে আরও নিয়মুখী হচ্ছে। এমন অভিযোগ ক্রমশ জোরালো হতে থাকে। এই প্রেক্ষিতে, শিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখতে ২০১৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার 'শিক্ষার অধিকার আইন'টি সংশোধন করে পঞ্চম শ্রেণি ও অষ্টম শ্রেণিতে পুনরায় পাস–ফেল ফেরানোর আইনি অধিকার রাজ্য গুলির উপর ছেড়ে দেয়।

সক্ষমতা বাড়াতে মানব সম্পদ উৎকর্ষে জোর

নিজস্ব প্রতিনিষি : বর্তমানে দড়ি টানাটানি চলছে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা এবং মানব ক্ষমতার। বুকে ভয় নিয়েই এসোতে হচ্ছে সকলকে। এআই কি তবে মানবসম্পদকে পিছিয়ে ফেলে দেবে? নাকি আরও দক্ষ করে তুলবে। এআইয়ের কারণে সত্যি কি কর্মহীন হবে কোনও গোষ্ঠী। এমনই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে কনফিডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি বণিক মহলে এক আলোচনার আয়োজন করেছিল ১১ আগস্ট। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলির সাংগঠনিক বৃদ্ধির পাশাপাশি মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় উৎকর্ষ সাধনের উপর জোর দিলেন দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন–এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাজেশ পাণ্ডে। কলকাতায় আয়োজিত সিআইআই–পিএসই আলোচনা সভায় তিনি বলেন, পরিবর্তনশীল ব্যবসায়িক পরিবেশে পিএসইগুলিকে এগিয়ে যেতে দক্ষ ও ভবিষ্যৎ–প্রস্তুত

কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের জন্য উন্নত নিয়োগ ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ এবং ক্যারিয়ার মোবিলিটির সুযোগ তৈরি করতে হবে।

সিআইআই–এর চেয়ারম্যান এবং টেগা ইন্ডাস্ট্রির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মেহুল মোহাঙ্ক বলেন, দেশের প্রায় ৮৭ শতাংশ সংস্থা ইতিমধ্যেই এআই ব্যবহার করছে। খনি ও ইস্পাত শিল্পে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নত সিদ্ধান্ত গ্রহণের বড় সুযোগ রয়েছে। তবে এর জন্য প্রযুক্তি–দক্ষ কর্মীবাহিনী তৈরি করা প্রয়োজন।

সিআইআই–এর কর্তা ও উডল্যান্ডস হাসপাতালের ডিরেক্টর রূপক বড়ুয়া জানান, ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ৬.৪ শতাংশ এবং ২০২৭ সালে ৬.৭ শতাংশ হতে পারে। এর ফলে বিশ্বের প্রধান অর্থনীতিগুলির মধ্যে ভারত দ্রুততম

মহানগরে পুজোর আগে মসৃণ হবে সমস্ত রাস্তা

বরুণ মণ্ডল : রাজ্য সরকারের স্পষ্ট নির্দেশ আগামী ১০ অক্টোবর(২২ আশ্বিন) মহালয়ার মধ্যে কলকাতা পৌর এলাকার পূর্ত দপ্তর, সেচ দপ্তর, পোর্ট ট্রাস্ট, এইচআরবিসি, কেএমডিএ, কেএমসি, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর সহ সমস্ত দপ্তরের রাস্তা সারিয়ে ফেলতে হবে। আগামী দুর্গোৎসবের আগে কলকাতার সমস্ত রাস্তা সারাই করা হবে।

যদিও রাজ্য সরকার ডেডলাইন বেঁধে দিলেও বৃষ্টি বাধার মূল কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কলকাতা পৌরসংস্থর সড়ক দপ্তর র আধিকারিকদের বক্তব্য, অন্যান্য বারের মতো এবারও রাস্তা সারাইয়ে বাধার মূল কারণ বৃষ্টি। একটা পটহোলে পিচ মেশানো বিটুমিন দিয়ে বৃজিয়ে আসার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খবর আসছে, ওই জায়গায় পিচের আন্তরণ উঠে আবার পটহোলে পরিণত হয়েছে। আবার বোজাতে ওই জায়গায় ছুটতে হচ্ছে।

পুরনো পটহোলে যাওয়া যাচ্ছে না। এই কাজগুলি তো রাত ১০টার পর থেকে ভোর ৬টার মধ্যে করা হয়। আসলে বৃষ্টির জল লাগলেই



পিচ নষ্ট হয়ে যায়। কলকাতার একাধিক রাস্তার গর্ত বোজনোর কাজও করেছে কলকাতা পৌরসংস্থা। তারপরেও রাস্তার হাল ফিরছে না। ফলে বৃষ্টি না থামলে রাস্তার হাল ফেরানোর কোনও নিশ্চয়তা তারা দিতে পারছেন না। প্রতি বছর বর্ষায় রাস্তা নিয়ে

এই একই সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পেতে ফিরাদ হাকিমের নেতৃত্বে কলকাতা পৌরবোর্ড কলকাতার বাস্তু রাস্তা গুলিতে 'ইন্টার লকিং' পোভার ব্লক বসিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সেক্ষেত্রে রাস্তা অনেক টেকসই হবে। বৃষ্টিতে নষ্ট হবে না। কিন্তু বীরেন রায় রোডের(পশ্চিম) পিচের রাস্তায় এই 'ইন্টার লকিং' পোভার ব্লক বসানো নিয়ে যারা সিদ্ধান্ত নেয়, সেই পৌরবোর্ড এখন কলকাতা পৌরসংস্থায় নেই। তাই এই

কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগের আহ্বান

প্রিয়ম গুহ : গ্রামীণ উন্নয়নের পরিকল্পনা এবং ব্যবসায়ীক ভিত্তি নিয়ে এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল মার্চেস্টে চেন্নার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে ১২ আগস্ট। স্বাগত ভাষণে বণিকসভার অন্যতম সহ সভাপতি মুন্সি ঝাঁঝারিয়া বলেন, পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতি রাজ চলে ৩৬১৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ৩৪১টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং ২০টি জেলা পরিষদের মাধ্যমে। ২০২৬–২৭ অর্থবর্ষে ১৬ হাজার কোটি টাকার গ্রামীণ উন্নয়ন খাতে রাজ্য সরকার অনুমোদন করেছে।



এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে অধিক ৮ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। মূলত গ্রামীণ উন্নয়নের সাথে জড়িয়ে রয়েছে চাষাবাদ এবং কর্মসংস্থান। চাষ থেকে রাজ্যের জিডিপিতে অবদান অনেকটাই।

এই ক্ষেত্রে নিয়ে সন্মানীয় অতিথি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল বলেন, কৃষকরা উপেক্ষিত না কারোর কাছেই। প্রধানমন্ত্রীর জনধন অ্যাকাউন্টের সাহায্যে এখন

পারে না। কৃষকরা পরিশ্রম করে কিন্তু ঠিকঠাক দাম পায় না। তাই চাষ থেকে মুখ ফেরাচ্ছে অনেকেই। নতুন প্রজন্ম পরিত্যাজ্য শ্রমিক হিসাবে রাজ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে চাষাবাদ ছেড়ে। নিজের দামে ফসল বেচতে পারে না কৃষকরা। সঠিক দাম যাতে পাওয়া যায় সে জন্য সরকার উদ্যোগি হয়েছিল। উন্নত মানের কৃষিকার্য নিয়ে আসতে হবে যাতে কৃষিক্ষেত্রে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এই ব্যাপারে তিনি বণিকসভার সদস্যদের আহবান জানিয়েছেন এবং এই ক্ষেত্রে তাদের বিনিয়োগের

জন্ম এগিয়ে আসার আহবান জানান। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রামীণ উন্নয়ন এবং পঞ্চায়েত এবং কৃষি বিপণন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, বাংলা পিছিয়ে গিয়েছে তার কারণ এখানে সৃষ্টি প্রশাশন ছিল না। তাই এখন প্রধান লক্ষ্য হল মানুষের জীবন বদলানো। একটা সময় ছিল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল না কারোর কাছেই। প্রধানমন্ত্রীর জনধন অ্যাকাউন্টের সাহায্যে এখন

সবকিছুই ব্যাঙ্কের মাধ্যমে করা হচ্ছে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সব কিছু করতে হবে। এখন একটি মূল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে শ্রমিকের। কিন্তু জি–রামজি–র মাধ্যমে আশা করা যায় তা মিটবে। ঠিক করা হয়েছে বাড়ি বানানোর জন্যেও এই প্রকল্পের মাধ্যমে শ্রমিকদের কাজে লাগাবে সরকার। তবে কৃষিক্ষেত্রে একটি সমস্যা রয়েছে কৃষকদের উৎপাদিত সামগ্রী কম দামে বেচতে হয়। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, আম মেলায় সুন্দর দেখতে আমগুলি বিক্রি হয়েছে কাজেই বিপণনসেজ অন্য দেশতেও ভালো হতে হবে যে কোনও সামগ্রীকে। আনারস হয় কিন্তু সঠিক দাম পাওয়া যায় না। তাই সেগুলিকে কিভাবে উন্নতমানের প্রক্রিয়াকরণ ও মোড়কজাতকরণের মাধ্যমে কীভাবে বিক্রি বাড়ানো যায় তা পর্যালোচনা করা হচ্ছে। তিনি বিনিয়োগকারীদের আহবান করেন তাদের তারা মেন এবিষয়ে এগিয়ে আসেন এবং তাদের পরিচিত বিনিয়োগকারীরা যারা অন্য রাজ্যে বিনিয়োগ করছে তাদেরকেও পশ্চিমবঙ্গের নতুন রূপের কথা জানিয়ে পুনরায় আসার আহবান করেন। কৃষিক্ষেত্রে উৎসাহ বাড়তে হবে। আগে সমীক্ষা করা হত না। এখন বিভিন্ন সমীক্ষা শুরু হয়েছে। প্রশাসন এবং কলকাতা হাতে দুর্নীতি সহ তোলাবাজি দমন করছে। বিগত কয়েক বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের সভায় ফাঁকা থাকত পশ্চিমবঙ্গের চেয়ার এখন পূরণ হয়েছে। এগোবে বাংলা সোনার বাংলার পথে।

বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পৌর আধিকারিকরা পারছেন না। কলকাতাসহ দক্ষিণ–পশ্চিম কলকাতার বেহালা পশ্চিম ও বেহালা পূর্ব বিধানসভা এলাকার একাধিক রাস্তা নিয়ে গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে থেকেই সরব স্থানীয় বাসিন্দারা। বেহালায় বীরেন রায় রোড(পশ্চিম), মতিলাল গুপ্ত রোড নিয়ে বিস্তার অভিযোগ রয়েছে। ওইসব রাস্তার একাধিক অংশে পিচের আন্তরণ বহুদিন আগে উঠে গিয়ে একাধিক বড়োসড়ো গর্ত তৈরি হয়েছে। মহেশতলার বাঘমারি মোড় থেকে রবি হয়ে আনন্দপুর পর্যন্ত চলাচলকারী ১৮বি/১ রুটের বাস বীরেন রায় রোড(পশ্চিম) খারাপ থাকায় জুলাই মাসের প্রথম থেকে বাঘমারি পর্যন্ত না গিয়ে গ্রিনকিন্স্ট পর্যন্ত যাচ্ছে। ফলে ওই সাড়ে তিন কিলোমিটার অংশের বাসিন্দারা গত জুলাই মাস থেকে মহা বিপদে পড়ছে।

গ্রন্থাগারিক দিবস

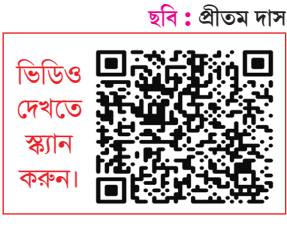
নিজস্ব প্রতিনিষি : ১২ আগস্ট ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পালিত হল জাতীয় গ্রন্থাগারিক দিবস। জাতীয় গ্রন্থাগারের লাইব্রেরী অ্যান্ড ইনফরমেশন অফিসার ড. পার্থসারথি দাস জানান, ১২ আগস্ট দিনটি ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারিক দিবস হিসেবে পালিত হয়। এই দিনটির বিশেষত্ব হল মাইক্রো সায়েন্স বিদ্যার জনক ড. এস আর রঙ্গনাথনের



জন্মদিবস, এই বছর তাঁর জন্মদিন ১৩৪ তম বর্ষে পদার্পণ করলে। এগারের মূল ভাবনা জাতীয় কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার যুগেও জাতীয় গ্রন্থাগার কীভাবে সমাজকে দিশা দেখাবে। অতীতের শৃঙ্খলিত 'স্মেদ মাতরক'–এর প্রিমিয়াম শো প্রকাশ পেলে। এরপর 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি পালিত হয় ও এরই সঙ্গে বিভিন্ন গবেষণাপত্রও প্রকাশ পায়। অতীতের সারা পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ১৫ জন বিশেষজ্ঞ সহ প্রায় ৩০০ জন অংশগ্রহণকারী এসেছে।

তিরঙ্গা যাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিষি : 'হর ঘর তেরঙ্গা'র অঙ্গ হিসাবে আজ ১৪ আগস্ট সকাল ৭টায় কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যোগে 'প্রতিটি বাড়িতে তেরঙ্গা প্রভাত ফেরি'র আয়োজন করা হয়। প্রভাত ফেরি অংশ নেন কলকাতা পৌরসংস্থার প্রশাসক তথা মহাধ্যক্ষ শ্রীমতা পাণ্ডে, বিশেষ পৌর মহাধ্যক্ষ সৌম্য ভট্টাচার্য, পৌর সচিব কিশোর কুমার বিশ্বাস, প্রতি দপ্তরের ডিরেক্টর জেনারেল, মুখ্য পৌর স্বাস্থ্য আধিকারিক, চিকিৎসা মন্ত্রণালয়, জেলাস্বাস্থ্যকোষাধিকারিক কেন্দ্রের বিধায়ক বিজয় ওঝা সহ পৌরসংস্থার সর্বস্তরের কর্মী ও পৌরসংস্থার বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ত্রিধ্ব রঞ্জিত পতাকা হাতে দেশান্ধবোধক সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে। কেন্দ্রীয় পৌরভবন থেকে প্রভাতফেরির শুরু হয়ে সুরেন্দ্রনাথ বানার্জী রোড, ডোরান ক্রসিং, লিভস্টে স্ট্রিট হয়ে ধর্মতলা এসপ্লানেডে এলাকার কয়েকটি পথ পরিক্রমা করে কেন্দ্রীয় পৌর ভবনেই প্রভাত ফেরি শেষ হয়।



প্রতিটি বাড়িতে তেরঙ্গা : স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে রাজ্যজুড়ে বিশেষ প্রচার অভিযানে शामिल পূর্ব বর্ষমানের কাটোয়া মহকুমা তথা ও সংস্কৃতি দপ্তরও। **ছবি** : নিজস্ব



অভিযোগ : কেএমডিএ–র পেইড পার্কিংয়ে, টাকা দিয়েও মিলছে না রশিদ। পার্কিংয়ের দায়িত্ব পালন করা লোকদেরও কেমন যেন একটা কেউকেটা ভাব, তাই পুলিশ দেখেই অভিযোগ। কলকাতার এক নামি বে–সরকারি হাসপাতালের সামনে। **ছবি** : অভিজিৎ কর



শ্রদ্ধাঞ্জলি : বিপিন বিহারী গান্ধুলি স্ট্রিট ও নবীন চাঁদ বড়াল লেনের সংযোগস্থলে বিধ্বংস দেয় উদ্যোগে ১২ আগস্ট স্থাপিত হল বিপিন বিহারী গান্ধুলি ও প্রফুল্ল চাকীর আবক্ষ মূর্তি। উদ্যোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শহীদ পরিবারের সদস্যরা। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন মন্ত্রী তাপস রায় এবং বিধায়ক সজল ঘোষ। **ছবি** : সমর গান্ধুলি



পর্যালোচনা : বাঁকুড়া জেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ কাজের পর্যালোচনা করেন। ছিলেন পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী শান্তনু প্রামাণিক এবং মন্ত্রী দিবাকর ঘরামী। পরে তারা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। **ছবি** : নিজস্ব



সম্পর্কে বৃদ্ধি : কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত হে.ই. মি. লি সেওং–হো ভারত ও রেপাবলিক অফ কোরিয়ার সম্পর্কে গভীরতা বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়ে ব্যবসা, বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তি সহযোগিতা বাড়ানোর কথা বলেন সিআইআই–এর অধিবেশনে। **ছবি** : বুদ্ধদেব মিশ্র



'হর ঘর তিরঙ্গা' : ১৩ আগস্ট বেহালা চৌরাস্তা থেকে বেহালা ১৪ নম্বর বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত বেহালা পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা যুব কল্যাণ মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁর নেতৃত্বে 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি রূপায়ণের লক্ষ্যে একটি তিরঙ্গা যাত্রা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল। মিছিলের অগ্রভাগে জাতীয় পতাকা হাতে ছিলেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ। হাজার হাজার বিজেপি সমর্থক এবং সাধারণ মানুষ এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। সকলের হাতে শোভা পাচ্ছিল ভারতের জাতীয় পতাকা। ধ্বনিত হচ্ছিল 'ভারত মাতা কি জয়' এবং 'বন্দেমাটারাম' স্লোগান। মানুষের আবেগ এবং উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রসঙ্গত এই বছর বিজেপি সরকারের আমলে এই 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। ৯ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া কর্মসূচি শেষ হবে আগামী ১৭ আগস্ট। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে খুশি হয়ে রাজ্যের মানুষরা ইতিমধ্যেই প্রত্যেকের বাড়ির ছাদে একটি করে জাতীয় পতাকা লাগাতে শুরু করেছেন। দেশপ্রেম এবং জাতীয় পতাকার প্রতি সন্মান সম্পর্কে সচেতন করার রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে সকলেই সাধুবাদ জানিয়েছেন। **ছবি** : নিজস্ব

যাওয়া আসার পথে পথে

শেখার আগ্রহ কখনই বয়স মানে না

প্রণব গুহ
দিনটা ছিল বিশ্ব ম্যানগ্রোভ দিবস। আবার সেই দিনেই নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির বাড়খালির বিদ্যাসাগর পল্লীতে অবস্থিত বিবেক জ্যোতি শিক্ষাকেন্দ্রে শুরু হল কম্পিউটার প্রশিক্ষণ। ১ বছর ২ মাস বয়স হল এই শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের। এর

মধ্যে বয়স্ক মায়াদের মধ্যে যেমন তাদের ছেলে মেয়েদের পাশাপাশি পড়াশুনা শেখার আগ্রহ তৈরী হয়েছে তেমনই ছোট ছোট পড়ুয়াদের মধ্যে চাহিদা বেড়েছে কম্পিউটার শিক্ষার। ফলে বোঝা যায় শিক্ষার আগ্রহ কোনো বয়স মানে না। যাই হোক, দেশে কয়েকজন শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী ও ম্যানগ্রোভপ্রেমীদের

উপস্থিতিতে সূচাক ভাবে শেষ হল দুটি অনুষ্ঠানই।

এইসব শিক্ষাপ্রেমীদের মধ্যে সেদিন এসেছিলেন পাশের গ্রাম লক্ষরপুরের অসিত মন্ডল। এতদিন সম্পর্ক ছিল ফোনালপে, সেদিন মুখোমুখি আলপ হলা। স্থিতিধী কম কথা বলা আপাত নিরীহ মানুষটি শেষ পর্যন্ত বসে ছিলেন তাঁর গ্রামে



নিয়ে যাবেন বলে। সেখানে তিনি নিজের স্টেশন গড়ে তোলা একতলা পাকা খড়ে স্থানীয় নিরক্ষর মায়াদের বিনামূল্যে বর্ণপরিচয়ের ব্যবস্থা করেছেন। সময় হাতে বেশি ছিল না, তবু অসিত বাবুর সঙ্গে প্রচেষ্টা না দেখে কি আসা যায়! দু একজনকে সঙ্গে

নিয়ে যখন বর্ণপরিচয় বিদ্যাসাগর সাক্ষরতা অভিযানের ঘরে ঢুকলাম তখন আরও একবার প্রমাণ পেলাম শিক্ষার কোনো বিকল্প হতে পারে না। ৬০, ৬৫, ৭০, ৭৫ বছরের জন্য কুড়ি মহিলা চাটাই, মাদুরে বসে এখানে বর্ণপরিচয়, ধারাপাত,

ওয়ার্ড বুক শিখছেন। অসিত বাবু জানানেন, ঘর ছোট তাই ২০ জন করে এক একটা ব্যাচ ৬ মাসের জন্য ক্লাস করে। তাঁর দারী এই সময়ে বাংলা, ইংরাজি অক্ষর স্তানটা হয়। সেই করতে ও সংখ্যা গুনতে পারে। ভেসে এল স্বামীজীর সেই বাণী,

মায়েরা শিক্ষিত না হলে সমাজ শিক্ষিত হবে না। সমাজ শিক্ষিত না হলে অজ্ঞানের অন্ধকার দূর হবে না। ধনা অসিত বাবুর প্রচেষ্টা। কি প্রভাত ফেরি অংশ নেন কলকাতা পৌরসংস্থার প্রশাসক তথা মহাধ্যক্ষ শ্রীমতা পাণ্ডে, বিশেষ পৌর মহাধ্যক্ষ সৌম্য ভট্টাচার্য, পৌর সচিব কিশোর কুমার বিশ্বাস, প্রতি দপ্তরের ডিরেক্টর জেনারেল, মুখ্য পৌর স্বাস্থ্য আধিকারিক, চিকিৎসা মন্ত্রণালয়, জেলাস্বাস্থ্যকোষাধিকারিক কেন্দ্রের বিধায়ক বিজয় ওঝা সহ পৌরসংস্থার সর্বস্তরের কর্মী ও পৌরসংস্থার বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ত্রিধ্ব রঞ্জিত পতাকা হাতে দেশান্ধবোধক সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে। কেন্দ্রীয় পৌরভবন থেকে প্রভাতফেরির শুরু হয়ে সুরেন্দ্রনাথ বানার্জী রোড, ডোরান ক্রসিং, লিভস্টে স্ট্রিট হয়ে ধর্মতলা এসপ্লানেডে এলাকার কয়েকটি পথ পরিক্রমা করে কেন্দ্রীয় পৌর ভবনেই প্রভাত ফেরি শেষ হয়।

সকলে মিলে হাঁটতে হাঁটতে চলেছি। বাঁ পাশে পড়ছে একের পর এক সাঁওতাল পরিবারের ঘর। প্রশান্ত সকলকে তেঁকে নিয়ে আসাদের সঙ্গী হতো। তপন বাবু স্থানীয় মানুষ। বললেন, এদের বেশিভাগই জাতে বেদিয়া। গম্ভ্যে যখন পৌছলাম তখন সেখানে অনেকেই জুটে গিয়েছেন। কচি কাঁচা থেকে মায়াদের সংখ্যাটাই বেশি। কেমন আছো সবাই? কেউ ঘাড় নেড়ে কেউ মুখে বললো। এখানে কি হলে ভালো হয়? একব্যাকো সকলের উত্তর, একটা পড়াশুনা শেখার জায়গা হলে ভালো হয়। সেই এরই শিক্ষক তপন মাইতি। কিছুটা গিয়ে সত্যি এখনও কত প্রান্তিক মানুষ নামতে হল। এবার হাঁটা পথ। মিতালি সংঘের পরিসর দেখার কথা।

কবিতা		
		
স্বাধীন একদিন ড. অশোক কুমার ভট্টাচার্য	শিরদাঁড়া সোজা রেখে তারা ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। চায় না তারা গোলামী, ভিক্ষাবৃত্তি চায় না কোন দান — অনুদান। নিজের যোগ্যতা দিয়ে পেতে চায় যোগ্য সম্মান মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় .. মিছিল যত দীর্ঘ হয় ততই কপালে ভাঁজ পড়ে শাষকের তারা চেয়েছিল অনুষ্ঠান দিয়ে সকলকে বশে রাখবে। তাদের সে চেষ্টা সফল হয়নি যুবক যুবতীরা বুঝিয়ে দিয়েছে অনুদান দিয়ে তাদের কেনা যাবে না তাই তারা মিছিলে, মিছিল এগিয়ে চলেছে ক্রমাগত (ব্রহ্মপুর, কলকাতা)	নবীনের আবাহন বিশ্বনাথ অধিকারী জীর্ণপাতারা সময় হলেই যায় বারে কাটাতে হয় নিবিড় মায়ার বন্ধন। তেল শেষ হলেই নির্বাপিত হয় প্রদীপ চেয়েছিল স্বলে থাকতে হয়তো কিছুক্ষণ আরও, আরও কিছু দিতে জীবনের দানশীল দহন। জীবনের সাগরতটে, বিপুল বিশাল ফাঁকা খাতা, রয়ে গেছে বাকী কতো, হয়নি অনেক লেখা, কতোবিরোজন ব্যাথা, মর্মস্পর্শী কতো গাথা পুলকময় কতো স্মৃতি, না পাওয়া কতো গীতি, জীবনের কতো গোপন, কতো অব্যক্ত কথা। এসো হে নবীন প্রাণ, ছন্দে ছন্দে এসো নেচে, শোনাও বেদমন্ত্র, সাগরের কুলুঞ্চনি, প্রাণ বর্গার সঙ্গীতে। গাহো গান, কলতান, পূর্ণ করো শৃণ্যস্থান, পিপাসাতে দাও বারি, অন্নহীনে দাও অন্ন অপেক্ষায় ঠায় বসে, দিগন্তে ক্লাস্ত নিশি, ডাকে নব ভোর, বাকি ফুলদের ফোটাতে হবে, বাকি পাখিদের জানাতে হবে, অশান্ত শান্ত হবে, আঁসবে অতিথি নব, খুলে দিতে হবে নব দ্বার, নতুনছে অভিনব। এসো হে নতুন প্রাণ, জীবনের গাও গান। অলিদের গুঞ্জরণ, শুভ্র শতদল, রেখে যাও একটুকু দান। (হালতু, কলকাতা- ৭৮)
শরীর ঘিরে মৃত্যু নাচে অরুণ কুমার মামা	বাইপাস আরতি দে বাইপাস ধরে হাঁটতে হাঁটতে কিরে আসি বাই–লেন। মোবাইল সঙ্গেপনে কথা। আ–রে দেবী নয়, চলে আয় মার্কতি নিয়ে। বাইপাসে সুন্দরী যুবতী একা। আর্ত চিৎকার ভেসে এলো আত্মশুদ্ধির পথে পা বাড়াতে না পারার আর্তি বুকে চেপে ধরে করলাম কান বন্ধ, বন্ধ করলাম চোখ, আমি ও তো একা॥ (শরীদ নগর, হালতু, কলকাতা–৭৮)	
	পরিযায়ী ইলা দাস পরিযায়ী দলে দলে রাজ্য ছেড়ে যায় কালঘামে দেহ বেন মৃত্যু মুখে প্রায়। প্রতিবেশী পরিজন দু’ চোখের জলে উথাল–পাথাল ঢেউ এভাবেই চলে। কতটা কঠোর হৃদয়, খালু পিসির চোখে রাজ্যে আধারে নামে নিপীড়ন বুকে। এখানে চাঁদের আলো, তবু আঁধারেই ঢাকা বাংলার পাট ক্ষেতে কতো কালো টাকা। চারপাশ সুনসান জমি এক ফালি এক কোণে কুঁড়ে ঘর থাকে বনমালী। আজিনার চোখে জল খোকা নেই ঘরে ধু খু চখ মরু বালি টর্নাডো বান্ধে। পিয়নের চিঠি আসে আমিনার হাতে প্রিয়জন ছুটে যায় সব একসাথে। ঘরে ফেরে পরিযায়ী, ফিরবেনা আর রাজ্যেই পাবে কাজ খুশী সংসার। (পাটুলি, কলকাতা)	
	কথা মিনু প্রধান মণ্ডল যে কথা হয় মানুষের টানে ব্যস্ত সময়ে মুঠোফোনে তবু চলাতে চলাতে কথা বলতে হয় পরস্পরের টানে যড় রিপূর তাড়নায় কেন কিছু কথা ভিতরে থেকে যায় ভুল বোঝাবুঝির কথা এক সময়ে ঠাণ্ডা ঘরে নিঃশব্দে বাসা বাঁধে রাত–বেরাতে অবসাদে কথা সর্বসান্ত বিবর্তন হয় বেশ কিছু কথার বিদ্রোহী কথা প্রতিবাদী কথায় জর্জরিত পরস্পরায় কথা দরদী কথা মানুষের কথা দিশাহারা। (শ্রীকলোনী, কলকাতা–৩২)	
	প্রিয় বৃষ্টি বাসন্তী দাস হৃদয়ের মাপকাঠিতে বোঝাতে পারিনা আমি ভালবাসার ভাষা। জানি তুমি হৃদয়–জুড়ে আছো এটুকুই আমার আশা আসবে যখন বৃষ্টি হয়ে বারে শীতল হ’ব আমি। রাখব না আর অভিমানের পালা প্রাণ খুলে কেবল নাচব আর নাচব শুধু তোমার দেখা পেলে, হতাশ মনে খুশীর জোয়ার আনব। তুমি আমার প্রিয় বৃষ্টি তোমায় বড় ভালবাসি॥ (গড়িয়া, কলকাতা)	

মনীষী ও বিপ্লবীদের পদার্পণ ভূমি বজবজে শহীদ স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় নবজাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান মনীষী ও বিপ্লবীদের পদার্পণ ভূমি শতাব্দী প্রাচীন বজবজ অঞ্চল। ১১ আগষ্ট সকালে ‘নবউন্মেষ সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী মঞ্চ’র উদ্যোগে এই অঞ্চলে বিপ্লবী শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর আত্মোৎসর্গ দিবস পালিত হয়। এদিন শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান, পুষ্পার্ঘ্য প্রদানের পাশাপাশি তাঁর সম্পর্কে আলোচনা হয়। কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিশিষ্ট সমাজসেবক ইন্দ্রজিৎ ব্যানার্জি, নবউন্মেষ সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী মঞ্চের সম্পাদক সঞ্জয় দাস, শিক্ষক সৌমেন ভট্টাচার্য্য, সংগঠনের অন্যতম সদস্য সেখ জাকর সহ অন্যান্যরা। সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জয় দাস বলেন, ‘বর্তমান সময়ে দেশ তথা সমাজ ও সভ্যতা গভীর সংকটের সন্মুখীন।

এই সংকট মোচনে ক্ষুদিরাম বসু সহ ভারতীয় নবজাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের বড়ো

মানুষদের শিক্ষার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ছাত্র যুবদের এগিয়ে আসতে হবে। তাই আজকের কর্মসূচী।’

বাঙালির সাধনায় সিদ্ধিলাভ হারিয়ে গিয়েছে বিস্মৃতির অতলে



নিজস্ব প্রতিনিধি : ইদানিং ভারতের আয়ুর্বেদিক ঔষুধের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে দেশ থেকে দেশান্তরে। বস্তুতঃ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় রোগমুক্তির সম্ভাবনা যথেষ্ট। কিন্তু বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছেন যোগেশচন্দ্র ঘোষ, যিনি কিনা ১৯১৪ সালে বাংলাদেশের সূত্রাপুরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিখ্যাত সেই সাধনা ঔষধালয়(ঢাকা)। যোগেশচন্দ্র ঘোষ তিল তিল করে গড়ে তুলেছিলেন তাঁর সেই স্বপ্নের ঔষধালয়। রসায়নের ছাত্র ছিলেন যোগেশচন্দ্র ঘোষ। তারপর ১৯১২ সাল পর্যন্ত তিনি ভাগলপুর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৮ সালে সেখান থেকেই অধ্যাক্ষ হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ‘র‍য়্যাল সোসাইটি অব কেমিস্ট্রি’র ফেলো। অতীতের একসময় এই সাধনা ঔষধালয়ের মহাদাক্ষ্যারিষ্ট, মকরধ্বজ, চবনকর, দর্শন, পাশে সংস্কার, বিউটি ক্রিম, মৃতসঞ্জীবনী সুরার খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া,

বিদেশেও রপ্তানি করা হত এই স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের আয়ুর্বেদিক ঔষুধ! শোনা যায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু একবার বাংলাদেশে সশরীরে উপস্থিত হয়েছিলেন ঔষধালয়ের কারখানায়। আর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নাকি প্রায়শই সাধনা ঔষধালয়ের স্বরের ঔষুধ সেবন করতেন।

১৯৭১ সাল! বাংলাদেশে তখন ভয়ঙ্কর অবস্থা, চারিদিকে অশান্তির বাতাবরণ! সেখানকার

রাজপথ উভাল! খানসেনাদের অতর্কিত আক্রমণ! বেয়ানট দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এবং পরে গুলি করে মারা হল যোগেশচন্দ্র ঘোষকে। কিন্তু ব্যবসা থেমে থাকেনি। ভারতেও সাধনা ঔষধালয়ের ব্যবসা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হল। এপার বাংলায় ১৯৪৮ সালে দক্ষিণদাঁড়িতে সাধনা ঔষধালয়ের প্রথম কারখানা খোলা হয়। রেজিস্ত্রি হয় ১৯৫২ সালে। এলাকাটির নামকরণ করা হয়েছিল

সাধনা ঔষধালয় রোড। যদিও কারখানাটির এখন বেহাল দশা, ভগ্নপ্রায়! তারপরেও পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ঢালিগঞ্জ, কাশীপুর, বেলুড়া এবং কেলটাউনে কারখানা খোলা হয়। কিন্তু বর্তমানে ব্যবসা ক্রমশই সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। হাল ধরবার মতো তেমন একটা কেউ নেই। কলকাতার আনাচে কানাচে ঔষধালয়ি চোখে পড়ে সাধনা ঔষধালয় (ঢাকা) লেখা বিবর্ণ হেডিং! অতীতের একসময় সারা ভারতে ১৩০টির মতো দোকান ছিল সাধনা ঔষধালয়ের, যার মধ্যে ৩০ টি শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে। ইদানিং তাদের অনেক দোকানেরই প্রায়শই ঝাঁপ বন্ধ থাকে। ১৯৯৫ সালে ঔষধালয়ের বাৎসরিক লাভের অঙ্ক কমতে কমতে ৪ কোটিতে দাঁড়ায়। পরবর্তী সময়ে তা আরও কমে লাভের অঙ্ক ২ কোটিরও নিচে নেমে গেছে। ‘বাঙালির সাধনা’য় সিদ্ধিলাভ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এই ২০২৬ সালে এসেও বর্তমানে ঝুঁকছে শতাব্দীপ্রাচীন সংস্থাটি।

কবি কুমুদ কিঙ্করের ৩৮ তম প্রয়াণ দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাপ্তাহিক চণ্ডীদাস পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, কবি ও মানবতাবাদী চিন্তক কুমুদ কিঙ্করের ৩৮তম প্রয়াণদিবস শ্রদ্ধা ও স্মরণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হলো জয়দেবের হরিদাস আশ্রমে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে মানবতার বার্তা বহন করে আসছে। বক্তাদের



কথায়, আশ্রমের উত্তরসূরিরাও কুমুদ কিঙ্করের সেই আদর্শ ও চিন্তাধারাকে নিজেদের কর্মধারায় ধরে রাখার চেষ্টা করে চলেছেন। আলোচনায় হরিদাস আশ্রমের নামকরণ তার ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠার পটভূমি নিয়েও

এই বাণীর প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চণ্ডীদাস পত্রিকার সম্পাদক আনারুল হক, হরিদাস আশ্রমের ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি তথা চণ্ডীদাস পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক আল

আফতাব, কুনুর সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদক চুনীলাল মুখোপাধ্যায়, কুমুদ কিঙ্করের বাল্যবন্ধু গীতিকার অশোককুমার নাগ, কবি অসীম শীল, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সন্তোষ কর্মকার সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শান্তিকুমার রজক। স্বাগত ভাষণ দেন রণজিৎ মুখোপাধ্যায়। আলোচনায় বীরভূম সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক সরোজ কর্মকার এবং চণ্ডীদাস পত্রিকার সম্পাদক আনারুল হক পৃথকভাবে জাতপাত ও সম্প্রদায়ের বিভাজনের উর্ধ্বৈ উঠে মানবতাকে বৃহত্তর পরিচয় হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। বক্তাদের কথায়, কুমুদ কিঙ্করের জীবন ও সাহিত্যচর্চার মূল সুর ছিল মানুষকে ভালোবাসা এবং মানবিক মূল্যবোধকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর প্রয়াণে ৬৮ বছর পরেও সেই চিন্তা ও আদর্শ জয়দেবের হরিদাস আশ্রমের মতো প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

বাইশে শ্রাবণ উদযাপন



অভিজিৎ হাজরা : গ্রামীণ হাওড়া জেলার আমতা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অমিত সামন্ত-র উদ্যোগে এবং ডঃশ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালনায় খড়িয়ণ কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮৫ তম তিরোধান দিবস। বিধায়ক অমিত সামন্ত সহ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক স্বপন নাথ, বিশিষ্ট চিত্রকর গুলজার হোসেন স্বয়ংসেবক চিত্ত মাম্মা ও বিভিন্ন বিশিষ্ট সমাজ সেবীগণ।

বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে প্রদীপ প্রঞ্ছন ও রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং পাশাপাশি দেবী সরস্বতী, ভারতমাতা, দীনদয়াল উপাধ্যায় ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রতিকৃতিতে মাল্য অর্পণের পর বিধায়কের স্বাগত বক্তব্যের পর মৃত্যু চেতনায় রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন কবি স্বপন নাথ। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের শতাধিক শিক্ষার্থী আবৃত্তি, নাচ গান ও নাটক পরিবেশন করেন। সমস্থ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মৌমিতা ঠাড়া, মৌনিশা ঘোষ ব্যানার্জী ও বিকাশ পাত্র প্রমুখ।

শমীচন্ডী মায়ের শীতল ভোগ অনুষ্ঠান



দেবীর পূজো করার পর ফসলের ক্ষতি কমে যায়। তখন থেকেই দেবী পূজিতা হয়ে আসছেন। দেবীর গায়ের রং এখানে উজ্জ্বল হলুদ। তাঁর দুই পাশে রয়েছেন মহাদেব ও ইন্দ্রদেব। এছাড়াও অন্যান্য দেবদেবীর মধ্যে রয়েছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, জগদ্ধাত্রী

ও লক্ষ্মী। বাসন্তী পূজোর দিন থেকে শুরু করে শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবার পর্যন্ত মায়ের পূজো চলে। শ্রাবণের শেষ শনিবারের পক্ষ থেকে বিগত শনিবার ক্লাবের পক্ষ থেকে বিগত আঠারো বছর ধরে মাকে শীতল ভোগ নিবেদন করা হচ্ছে। কালের নিয়মে

সময়ের সাথে সাথে এই দিনটির জাঁকজমক ও আড়ম্বর বেড়েছে। এই পূজোয় অন্নভোগ চলে না। মায়ের পূজোয় মৃত্যুত লুচি, মিষ্টি, ফল, সজি, সবজি ভাঞ্জা এই দিয়েই শীতল ভোগ্য হয়। ওই বিশেষ দিনে মায়ের আরতি প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে। মায়ের মন্দির আলোকিত করা হয় আধুনিক আলোকসজ্জায়। ওইদিন বিপুল মানুষের সমাগম ঘটে। দূরদূরান্ত থেকে মায়ের ভক্তরা সন্ধ্যারতি দেখতে আসেন। পূজা শেষে মায়ের ভক্তরা সকলেই প্রসাদ গ্রহণ করেন।

প্রসঙ্গত, শনিবার মায়ের শীতল ভোগ নিবেদন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিবপুর কেন্দ্রের বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ, বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য্য, সংঘের সভাপতি সন্দীপ মাল সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

আগস্টে

মহিলা এশিয়া কাপ
দুবাইয়ে আগামী ২৮ আগস্ট থেকে শুরু হচ্ছে মহিলাদের এশিয়া কাপ ক্রিকেট। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল প্রতিযোগিতার সূচি ঘোষণা করেছে। সব ম্যাচই হবে দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে, ভারতীয় সময় রাত ৮টা থেকে গ্রুপ ‘এ’-তে রয়েছে ভারত, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড ও হংকং। ৩০ আগস্ট প্রথম ম্যাচে থাইল্যান্ডের মুশোমুথি হবে ভারত। ৩ সেপ্টেম্বর ভারতের প্রতিপক্ষ হংকং, আর ৫ সেপ্টেম্বর রয়েছে বহু প্রতীক্ষিত ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। গ্রুপ ‘বি’-তে রয়েছে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর হবে টুর্নামেন্টের ফাইনাল। ফলে শুরু থেকেই নজর থাকবে ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স এবং ভারত-পাক মহারণের দিকে।

দাবায় ৩ সোনা
নাইজেরিয়ার আবুজায় আয়োজিত বিশ্ব অ্যামেচার দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে তিনটি সোনা জিতে নজির গড়লেন ভারতীয় দাবাড়ুরা। অনূর্ধ্ব-১৭০০ ওপেন বিভাগে শীর্ষে থেকে সোনা জিতেছেন ভারতের সাক্ষত কুমার। মহিলাদের বিভাগেও পয়েন্ট তালিকার শীর্ষস্থান দখল করে সোনার পদক পেয়েছেন পূজা রানী। অনূর্ধ্ব-২০০০ ওপেন বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে তৃতীয় সোনা এনে দিয়েছেন জেসাল সাহিল সঞ্জয়। এই বিভাগেই রোজাল আপ হয়ে রুপো জিতেছেন ভারতেরই পঙ্কজ শর্মা। একই প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দাবাড়ুদের এই সাফল্য দেশের অ্যামেচার দাবার ক্রমবর্ধমান শক্তিরই পরিচয় দিল।

লাইভে জোর
ঘরোয়া ক্রিকেট ক্রিকেটপ্রেমীদের আকর্ষণ ফেরাতে আরো বেশি সংখ্যক ম্যাচ লাইভ সম্প্রচার করার উদ্যোগ বিসি সি আই নিয়েছে বলে সবিব দেবজিত সাহিকিয়া জানিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, আসন্ন দলীপ ট্রফি ক্রিকেটের ফাইনাল ম্যাচ বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্স থেকে কোনো স্টেডিয়ামে সরিয়ে আনার ভাবনা চিন্তা করছে। ২০২৬-২৭ মরসুমের ঘরোয়া ক্রিকেট দলীপ ট্রফির মধ্যে দিয়ে শুরু হচ্ছে। ২৩ আগস্ট থেকে ১০ ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ব্যাল্লারুর বি সি সি আই এর সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে এই টুর্নামেন্ট চলবে। তবে দর্শকদের মাঠে প্রবেশাধিকার নেই।

চাপে সিনার
হাটুর চোটের কারণে আসন্ন সিনসিনাটি ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার করলেন বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকা ইভালির জানিক সিনার। গত মাসে উইম্বলডনে জয়ের পর আর কোর্টে নামেননি তিনি। এর আগে কানাডিয়ান ওপেন থেকেও সরে দাঁড়িয়েছিলেন সিনার। ডান হাটুর চোট এখনও পুরোপুরি সারেনি বলে জানিয়েছেন তিনি। আপাতত ৩০ আগস্ট থেকে শুরু হতে চলা ইউএস ওপেনের জন্য প্রস্তুতিই তাঁর লক্ষ্য। অন্যদিকে, কজির চোটের কারণে সিনসিনাটি ওপেনে খেলবেন না স্পেনের কার্লোস আলকারাজও। চোটের জন্য এ বছর ফরাসি ওপেন ও উইম্বলডনেও খেলতে পারেননি তিনি। ফলে ইউএস ওপেনের আগে দুই তারকার চোটই চিন্তা বাড়চ্ছে টেনিসমহলে।

ভারতের ১৭ পদক
নাইজেরিয়ার লাগোসে অনূর্ধ্ব-২৩ কমনওয়েলথ ফেলিং চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম দিনেই নজরকাড়া সাফল্য ভারতের। চারটি সোনা, পাঁচটি রুপো ও আটটি ব্রোঞ্জ-সহ মোট ১৭টি পদক জিতেছেন ভারতীয় ফেলোররা। পুরুষদের স্যাবারে সোনা জিতেছেন নিখিল ওয়াখ, রুপো লক্ষ্য বাদসের এবং ব্রোঞ্জ অশ্বিনী আর্থ ও লাইশরাম মোরাস্থ। পুরুষদের ফয়েল রুপো তেজস পাতিল, ব্রোঞ্জ হেমেশ সানাসম। ইপেতে রুপো লোকেশ ভেমনি, ব্রোঞ্জ শৌর্য অশ্বিনী ও গডউইন অ্যানকেস। মহিলাদের ফয়েলে সোনা জয়স্বা আশিতা, রুপো কানাগলক্ষ্মীর। ইপেতে সোনা প্রাচী লোহানের। ব্রোঞ্জ নিবেদা নায়া ও অনুপ্রিয়া। মহিলাদের স্যাবারে সোনা জেফারলিনের।

স্পোর্টস সায়েন্সে বড় বিনিয়োগ বাংলার ক্রিকেটে আধুনিক যুগের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলার ক্রিকেটকে আরও আধুনিক ও বিশ্বমানের করে তুলতে বড় পদক্ষেপ করল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (সিএবি)। ক্রিকেটারদের ফিটনেস, চোট প্রতিরোধ এবং পারফরম্যান্স উন্নত করতে আত্মধুনিক ক্রীড়াবিজ্ঞান ও শারীরিক সক্ষমতা পরিকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এবং সংস্থার পদাধিকারীদের তত্ত্বাবধানে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতিমধ্যেই সিএবির সহায়ক কর্মী দলে একাধিক অভিজ্ঞ শক্তি ও সক্ষমতা প্রশিক্ষক এবং শারীরিক চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের উৎকর্ষ



কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ বাছাই প্রক্রিয়ায় এই বিশেষজ্ঞদের নির্বাচন করা হয়েছে। নতুন পরিকাঠামোয় আত্মধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে ক্রিকেটারদের

পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। বিশেষ করে পেসারদের অনুশীলনের চাপ নিয়ন্ত্রণ, চোটের ঝুঁকি কমানো এবং মাঠে দীর্ঘ সময় সেরা ছন্দে থাকার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। বাংলার ক্রিকেট ক্রীড়াবিজ্ঞানের ব্যবহারকে আরও সুসংগঠিত ও আধুনিক করে তুলতেই এই উদ্যোগ। প্রযুক্তির সঙ্গে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ক্রিকেটারদের প্রস্তুতির মান আরও উন্নত হবে বলে মনে করছে সিএবি। ঘরোয়া ক্রিকেটে এই উদ্যোগ নতুন মানদণ্ড তৈরি করতে পারে। ভবিষ্যতে বাংলার ক্রিকেটাররা আরও উন্নত প্রস্তুতি নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের সেরাটা তুলে ধরতে পারবেন—এটাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

টানা তিনবার সূরত কাপ জয় নন্দঝাড়ের মেয়েদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইসলামপুরের ফুটবলে নতুন ইতিহাস লিখল নন্দঝাড় হাই স্কুলের মহিলা ফুটবল দল। অদম্য লড়াই, কঠোর অনুশীলন আর দুর্দান্ত দলগত সংহতির জোরে টানা তৃতীয়বার সূরত কাপের রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হল স্কুলের কন্যারা। এই সাফল্যে শুধু স্কুল নয়, গর্বিত গোটা উত্তর দিনাজপুর। পর পর তিন বছর রাজ্যসেরা হয়ে সূরত কাপের মঞ্চে নিজেদের অধিগত আরও একবার প্রতিষ্ঠা করল নন্দঝাড়।

বৃহস্পতিবার চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে ইসলামপুরে ফিরতেই তৈরি হয় উৎসবের আবহ। আলুয়াবাড়ি জংগন স্টেশনে বিজয়ী দলের অপেক্ষায় ছিলেন অসংখ্য ক্রীড়াপ্রেমী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। ট্রফি হাতে খেলোয়াড়রা স্টেশনে পৌঁছতেই ফুলের মালা, করতালি ও মিষ্টিমুখে তাঁদের সংবর্ধনা জানানো হয়। প্রিয় খেলোয়াড়দের এক বলক দেখতে স্টেশন চত্বরে ভিড়ও ছিল



চোখে পড়ার মতো।

এবারের সূরত কাপের ফাইনালে নন্দঝাড় হাই স্কুলের মহিলা দল মুখোমুখি হয়েছিল কালিম্পংয়ের প্রতিপক্ষের। দুর্দান্ত ফুটবল উপহার দিয়ে সেই ম্যাচ জিতে ফের রাজ্য চ্যাম্পিয়নের মুকুট ধরে রাখে তারা। টানা তিনবার এই মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতার শিরোপা জিতে নন্দঝাড়ের মেয়েরা নিজেদের পাশাপাশি উত্তর দিনাজপুরের ক্রীড়া ইতিহাসেও গড়ে ফেলেছে অনন্য

নন্দঝাড়ের এই সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই উজ্জ্বলিত ইসলামপুরবাসী। শহরের বিভিন্ন মহল থেকে দলের সদস্যদের অভিনন্দন জানানো হয়েছে। ক্রীড়া সংগঠক থেকে শিক্ষক-সকলেরই আশা, এই জয় এলাকার আরও বহু কিশোরীকে ফুটবলের মাঠে আসতে উৎসাহিত করবে। উত্তর দিনাজপুরের প্রত্যন্ত এলাকা থেকেও যে বড় মঞ্চের ফুটবলার উঠে আসতে পারে, নন্দঝাড়ের মেয়েরা সেই বার্তাই আরও একবার দিয়ে গেল। রাজ্য জয়ের পর এবার জাতীয় স্তরের সূরত কাপের মঞ্চে নামবে নন্দঝাড় হাই স্কুলের মহিলা ফুটবল দল। ফলে নতুন স্বপ্নও দেখছে ইসলামপুর। রাজ্যের গণ্ডি পেরিয়ে জাতীয় মঞ্চে বাংলার পতাকা উঁচু করে ধরাই এখন চন্দন পালদের দলের পরবর্তী লক্ষ্য। টানা তিনবারের রাজ্যসাফল্যের পর সেই স্বপ্ন কতটা পূর্ণ হয়, সেদিকেই এখন নজর গোটা জেলার।

বাঁকুড়ায় মোদি কাপে রানীবাঁধ চ্যাম্পিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঁকুড়া প্রণবানন্দ পল্লীর সংহতি হোস্টেলের মাঠে বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা বিজেপি তপশিলি মোর্চার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল একদিনের ‘মোদি কাপ’ ফুটবল প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের সাত বিধানসভা-বাঁকুড়া, রায়পুর, রানীবাঁধ, তালডাংরা, ছাতনা, শালতোড়া ও রঘুনাথপুর—এবং তপশিলি মোর্চার একটি দল-সহ মোট আটটি দল অংশ নেয়। ফাইনালে রায়পুরকে ট্রাইবেকারে ৪-২ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় রানীবাঁধ। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল।



অর্থাভাবে থাইল্যান্ড যাত্রা অনিশ্চিত সন্ধ্যার



মলয় সুর : থাইল্যান্ডে আয়োজিত আন্তর্জাতিক যোগাসন প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে হুগলী জেলার মানকুন্ডু পালপাড়ার গৃহবধু সন্ধ্যা বিশ্বাস সরকার। কিন্তু অর্থাভাবে অনিশ্চিত তাঁর বিদেশ যাত্রা। ছোট থেকেই আদি বাড়ি মূর্শিদাবাদের বহরমপুরে যোগাসনের প্রতি আগ্রহ ছিল সন্ধ্যার। বর্তমানে হাওড়া জেলার বাগনানে প্রশিক্ষক প্রদীপ গুড়িয়ার কাছে প্রশিক্ষণ নেয়। এর আগেও সে অনেক প্রশিক্ষকের কাছে যোগার প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, বিভিন্ন যোগাসন প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়া এবং চ্যাম্পিয়ন হয়।

২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে মালয়েশিয়াতে আয়োজিত আন্তর্জাতিক যোগ প্রতিযোগিতায় মাস্টার্স গ্রুপে সোনার পদক অর্জন করেন। তাঁর এই সাফল্যে সন্ধ্যার পরিবার গর্বিত বোধ করেন। বর্তমানে সন্ধ্যার সামনে সুযোগ এসেছে

থাইল্যান্ডে আন্তর্জাতিক যোগ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার। বিশ্ব যোগাসনে সোনার অক্ষরে নাম লিখিয়েছেন তিনি। তাঁর একমাত্র ছেলে জীবক বিশ্বাস দ্বাদশ শ্রেণীতে স্যালেস নিয়ে পড়াশোনা করছে, তাঁর স্বামী জীতেন্দ্র নাথ বিশ্বাস ডব্লেন্ডের তেলিনীপাড়া স্কুলের শিক্ষক। সীমিত আর্থিক সার্বার্থ্যের মধ্যেও নিজের অদম্য জেদের জোরে বিশ্বাসেরা হওয়ার স্বপ্নপূরণ করতে চলেছেন ৪৯ বছরের গৃহবধু।

ভবিষ্যতে কমনওয়েলথ গেমস এবং অলিম্পিকে দেশের হয়ে পদক জেতার আশা রয়েছে। আগামী ৩ সেপ্টেম্বর তিনি থাইল্যান্ড রওনা দিচ্ছেন। সেখানে ৫-৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিশ্ব যোগাসন প্রতিযোগিতা চলবে। এই মুহুর্তে প্রচণ্ড টেনশনে ও হতাশায় দিন কাটছে, অর্থের অভাবে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে বিদেশে পাড়ি দেওয়া।

ইস্টবেঙ্গলের অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুধু জয় নয়, এশীয় প্রতিযোগিতায় কুয়েতের কোনও দলকে হারিয়ে নতুন ইতিহাস গড়ল ইস্টবেঙ্গল। বৃষ্টিভেজা যুবভারতীতে একসি সি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর কোয়ালিফায়ারে আল-আরবিকে ৪-১ গোলে হারিয়ে প্রথমবারের মতো প্রতিযোগিতার মূলপর্বে জায়গা করে নিল লাল-হলুদ। একসময় ০-১ পিছিয়ে থেকেও শেষ মুহুর্তে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করে জয় ছিনিয়ে নেয় আন্তানিও লোপেজ হাবাসের দল।

ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিল আল-আরবি। ইস্টবেঙ্গলও একাধিক সুযোগ তৈরি করলেও প্রথমার্ধে গোল আসেনি। গোললাইন সেভ করে দলকে বাঁচান গোলকিপার প্রভসুখন সিং গিল। দ্বিতীয়ার্ধে ৭৫ মিনিটে সন্দীপ মাণ্ডির ফাউল থেকে পেনাল্টি পায় আল-আরবি। স্পট কিং থেকে গোল করে কুয়েতের দলকে এগিয়ে দেন ইওয়ানো।

পিছিয়ে পড়েও হাল ছাড়েনি ইস্টবেঙ্গল। ক্রিস ইকোনোমিডিসকে নামিয়ে আক্রমণে গতি বাড়ান হাবাস। ৮৯ মিনিটে রাশিদের সেটপিস থেকে জয় গুপ্তার হেডে সমতা ফেরায় লাল-হলুদ। এরপর অতিরিক্ত সময়ে রাশিদের গোলে ২-১ এগিয়ে যায় তারা। শেষ মুহুর্তে ডেভিড ও রোহিত দানুর গোল ইস্টবেঙ্গলের জয় নিশ্চিত করে ৪-১ ব্যবধানে। প্রায় সাড়ে ১৭ হাজার সমর্থকের সামনে এই জয় তাই শুধু পরের পর্বে ওঠার সাফল্য নয়, ভারতীয় ফুটবলের জন্যও বড় বার্তা। ম্যাচ শেষে ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার বলেন, “ভারতীয়রা পারো। ইচ্ছা থাকলে হয়।” তাঁর মতে, এদিন মূলত ভারতীয় ফুটবলাররাই মাঠে রাজত্ব করছেন এবং এই জয় প্রমাণ করেছে দক্ষতার দিক থেকে ভারতীয় ফুটবলাররা কারও থেকে পিছিয়ে নেই।

নিজের স্বপ্ন থেমেছিল, থামেনি লড়াই শাড়ি পরেই আদিবাসী মেয়েদের ফুটবলের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন ভারতী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছোটবেলায় স্বপ্ন ছিল ফুটবলার হওয়ার। কিন্তু মেয়ে হয়ে জন্মানো, সমাজের চোখরাঙানি আর সুযোগের অভাবে সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। তবু নিজের স্বপ্নকে মুছে ফেলেননি বাঁকুড়ার ছাতনার দুমদুমি গ্রামের ভারতী মুদি। বরং সেই অপূর্ণ স্বপ্নকেই তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন এলাকার অসংখ্য আদিবাসী কিশোরীর জীবনে।

২০০৯ সাল থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মেয়েদের ফুটবল প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছেন ভারতী। আটপৌরে শাড়ি পরেই মাঠে নেমে শেখান ফুটবলের পাঠ। ফুটবল, বুট-সহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অনেকটাই নিজের উদ্যোগে জোগাড় করেন। কোনও পারিশ্রমিক নেই, নেই বড় কোনও পরিকাঠামো। আছে শুধু মেয়েদের এগিয়ে যাওয়ার জেদ আর তাঁদের জন্য ভারতীর অক্লান্ত ছুটে চলা। আজ তাঁর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিয়মিত অনুশীলন করে প্রায় ২৫ জন মেয়ে। তাঁর হাত ধরে অন্তত ১৮ জন ফুটবলার রাজ্যস্তরে প্রতিনিধিত্ব



করেছেন। গোয়া, চণ্ডীগড়, ভোপালের মতো জায়গায় জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতাতেও খেলেছে তাঁর ছাত্রীরা। খেলাধুলার সুবাদে অনেকে পেয়েছেন চাকরির সুযোগ। নিজের মেয়েকেও ফুটবলের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন ভারতী। আজ সেই মেয়েই সফল ফুটবল রেফারি। লড়াই অবশ্য এখনও শেষ হয়নি। অর্থাভাবে, সরঞ্জামের সংকট, সামাজিক বাধা—সবই রয়েছে। অনেক মেয়ের অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যায়, থেমে যায় খেলা। তবু যারা মাঠে থাকে, তাদের পাশে থাকেন ভারতী।

কখনও মাদ্রাজত খেয়েই অনুশীলনে নামে তাঁর ছাত্রীরা। তাঁদের স্বপ্নে সাহস জোগান তিনি। ভারতীর কথায়, “যতদিন মেয়েরা ফুটবল খেলতে চাইবে, ততদিন আমি তাদের পাশে থাকব।” নিজে বড় ফুটবলার হতে পারেননি। কিন্তু আজ তাঁর হাত ধরে মাঠে দৌড়াচ্ছে একঝাঁক মেয়ে। নিজের স্বপ্ন পূরণ না হওয়ার আক্ষেপকে তিনি বদলে দিয়েছেন অন্যদের স্বপ্নপূরণের শক্তিতে। বাঁকুড়ার মাটিতে তাই ভারতী মুদি শুধু একজন কোচ নন, বহু আদিবাসী মেয়ের স্বপ্নের সারথী।

রবীন্দ্র সরোবরে সাব-জুনিয়র রোয়িংয়ে সোনা ঘরের মেয়েদের



নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার রবীন্দ্র সরোবরের জলে পাঁচ দিনের জমজমাট লড়াই শেষে সফলভাবে শেষ হল ২৭তম সাব-জুনিয়র জাতীয় রোয়িং চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬। ভারতীয় রোয়িং ফেডারেশনের উদ্যোগে ৫ থেকে ৯ আগস্ট আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় দেশের ২০টি রাজ্য থেকে ২৭০-রও বেশি খুদে রোয়ার অংশ নেন। ১২টি ইভেন্টে প্রায় ১০০টি রেসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন প্রতিযোগীরা।

জাতীয় মঞ্চে নজর কাড়ল আয়োজক বাংলা। সাব-জুনিয়র

মহিলা ফোর্স বিভাগে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে সোনা জেতে পশ্চিমবঙ্গের দল। ঘরের জলে বাংলার রোয়ারদের গতি, সমন্বয় এবং মানসিক দৃঢ়তা মুগ্ধ করেছে উপস্থিত দর্শকদের। এই সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই খুশির হাওয়া রাজ্যের রোয়িং মহলে।

রবীন্দ্র সরোবরে দীর্ঘদিন ধরেই রোয়িংয়ের চর্চা চলে। তাই এই প্রতিযোগিতা শুধু পদকের লড়াই নয়, ভবিষ্যতের প্রতিভা খুঁজে নেওয়ার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন আয়োজকরা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের খুদে রোয়াররা জাতীয় স্তরে নিজেদের

দক্ষতা তুলে ধরার সুযোগ পেয়েছেন। ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ জানিয়েছেন, রাজ্যে রোয়িংয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সাহায্য করা হবে। আন্তর্জাতিক স্তরে বাংলার ছেলে-মেয়েরা আরও বেশি করে উঠে আসুক, সেটাই সরকারের লক্ষ্য। তাঁর কথায়, প্রত্যেকেই পেশাদার খেলোয়াড় না হলেও শারীরিক সুস্থতার জন্য কোনও না কোনও খেলায় যুক্ত থাকা প্রয়োজন। সফল আয়োজনের ফলে ভবিষ্যতে আরও বড় জাতীয় প্রতিযোগিতার জন্য কলকাতার দাবিও আরও জোরালো হাল।

পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

প্রকাশিত

দেশলোকে

ভারত কেশরী

শ্যামাপ্রসাদ

লিখেছেন :

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, তথাগত রায়, বিমলশঙ্কর নন্দ, স্বামী দিব্যানন্দ, অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ পঙ্কজ কুমার রায়, অমিতাভ সেন, ডঃ দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দলাল ভট্টাচার্য, ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী, প্রিয়ম গুহ, বরুণ দাস, ডঃ দীপক কুমার বড় পণ্ডা, প্রণব গুহ, শান্তনু সিংহ

সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন নিকটবর্তী স্টলে